অমর।



শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, বি, এ, প্রণীত

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৭৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্
মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।



উৎসর্গ-পত্র

বিষম-সমর-বিজয়ী

পঞ্চ-শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ ত্রিপুরেশ্বর রাধাকিশোর

মাণিক্য বাহাদুর শ্রীশ্রীকরকমলেষু—

নরেশ্বর,

নৃপতিকুল অষ্টদিক-পালের অংশ-সম্ভূত ; সুতরাং তাঁহাদের চরিত্রে অমানুষিক দৈবপ্রভাব অত্যধিক পরিমাণে বিকসিত থাকে। ভাগ্য-ক্রমে আমার ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন জীবন, আজ সেই অলৌকিক প্রভাবে উদ্‌ভাসিত। কিন্তু সৌভাগ্যের সঙ্গে সুখের সংস্পর্শ সকল সময় থাকে না। সৌভাগ্য—ভগবৎ-প্রসাদ-সঞ্জাত ; সুখ—প্রাক্তন-ফল-ভূত ; সৌভাগ্য—অকাল-বর্ষণোন্মুখ প্রাবৃটের ন্যায় অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ; সুখ—জন্মান্তর-বিহিত-কর্ম্ম-শৃঙ্খলে চির-নিবদ্ধ পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্বন্ধ-যুক্ত ; সৌভাগ্য—স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত কুসুম-গন্ধবাহী মলয়োচ্ছ্বাস, কখন আসে, কখন যায় ; সুখ—ইহ-পরত্র-ব্যাপি-কার্য্য-কারণ-সাপেক্ষ জল-প্রপাত, যতদিন কার্য্য-কারণের বিচ্ছেদ না ঘটে, তর তর প্রবাহিত হয়। সুতরাং

আমার অদৃষ্টে, ভবদীয় অজস্র প্রবাহিত স্নেহে, অশেষ চেষ্টা-প্রয়োগেও সুখ ঘটে নাই,—এ যাত্রা আর ঘটিবে কি না, তাহাও সন্দেহ ; সুতরাং চিত্ত-বৃত্তি অন্য পথের অনুসরণ করিতেছে। এখন স্বতঃ মনে হয়—

এখানে পেয়েছি কষ্ট, সেখানে পাইব কি হে
অমৃত ? অশুভ হেথা, সেখানে কল্যাণ ?
এখানে পীড়ন, সেথা দেবতার পরিশুদ্ধ
প্রসাদ ? এখানে জ্বালা, সেখানে নির্ব্বাণ ?

ইহার উত্তর ভবিষ্যৎ বলিতে পারে ; ততদিন প্রতীক্ষায় থাকিব। কিন্তু যতটুকু বুঝিয়াছি—

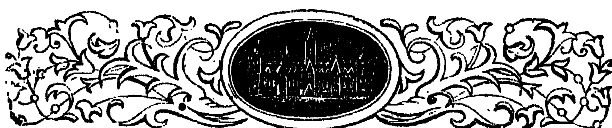
এ পারে সন্তাপ-রাশি বিষদিগ্ধ, দুর্ব্বিষহ,
ও পারে বিশুদ্ধ শান্তি, অপূর্ব্ব বিধান—
এখানে অতৃপ্তি, সেথা চিরতৃপ্তি সুমধুর,
এখানে অনলকুণ্ড, সেখানে নির্ব্বাণ।
এখানে বিদ্বেষ বুদ্ধি কুটিল কলুষ-পূর্ণ
সে দেশে সকলি যেন সরল সুন্দর,
এখানে সঙ্কট, ভয়, নৈরাশ্যের দাবদাহ
আশার আলোক সেথা বিশ্বাসে নির্ভর।

এই চিন্তায়, স্বপ্ন-বিজড়িত সুখ আছে, শান্তিও রহিয়াছে। করপুটে প্রার্থনা, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অবশিষ্ট জীবন অবাধে, অনন্তের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে অনন্ত সাগরে মিশিয়া যায়।

চিরানুগত ভৃত্য

শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত।

১৩১৯



নিবেদন।

অনধিক পাঁচ বৎসর হইল, 'অমর' যন্ত্রস্থ করা হয়। আমার বিঘ্ন-সঙ্কুল জীবন, তনয়-সহোদর-বিয়োগাদি-জনিত-দুঃখে অভিভূত থাকায়, দীর্ঘকাল মধ্যেও এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সাধারণ্যে প্রচার করিতে পারি নাই। 'অমরের' সূচনা হইতেই যাঁহারা ইহার প্রতি অনুরক্ত, তাঁহাদের নিকট আমার এই সানুনয় নিবেদন।

'অমর' হস্তলিপিতে 'প্রতিভা' নামে অভিহিত হইয়াছিল। আমার সৌভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যে কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। তাঁহার উপদেশে পুস্তকখানির অবয়ব, বিন্যাস ও বিরচণ প্রণালী অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনিই ইহাকে 'অমর' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেজন্য তাঁহার নিকট চিরঋণী।

'অমর' কবিকুলের পুণ্যকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছে; অথচ ইহাতে কবিগুরু বাল্মীকির কোন উল্লেখ নাই। অনেকেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। বাল্মীকি—ভারতের কবিতা-কুঞ্জে অমৃত-কণ্ঠ প্রথম পিক, ইহাঁর মুখ নিঃসৃত পীযূষ-প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে হয়—সমালোচনার অবসর থাকে না; বাল্মীকির প্রতিভা—মেঘ বিনির্ম্মুক্ত

চন্দ্ররশ্মির মত নির্ম্মল, তরল,—শুধু হৃদয়ে অনুভূত হইতে পারে, হস্তে স্পর্শকরা যায় না; বাল্মীকির যশঃ—অদভ্রস্বচ্ছ কুন্দ-কুসুমের ন্যায় শুভ্র অথচ প্রোজ্জ্বল, স্পর্শ করিতে গেলেই হৃৎকম্প ঘটে—বুঝি বা মলিন হইয়া যায়। অমরের প্রথম খণ্ডে সে জন্যই তাঁহার অর্চ্চনা করিতে সাহস হয় নাই। কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার পূজা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কৃত্তিবাস তাঁহারই পদ-পঙ্কজ-লোভী মধুব্রত, তাঁহারই পুণ্য-প্রভাবে প্রভাসিত; সুতরাং প্রথম খণ্ডে তাঁহার ও নাম উল্লিখিত হয় নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রতিভার গুণ-কীর্ত্তন-বিষয়ে আমাকে অভিনব পন্থার অনুসরণ করিতে হইয়াছে; ইহাতে ভ্রম-প্রমাদ ও দোষ থাকা অনিবার্য্য; সহৃদয় পাঠকগণ মার্জ্জনা করেন ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীজ—



সূচীপত্র



অমর।

কালিদাস

তোমারি চরণ-ছায়া শান্তিময় প্রীতিময়,
আজীবন করিয়াছি লক্ষ্য আপনার,
তোমারি প্রসাদে দেব, সন্তাপিত মরু সম
হৃদয়ে হ'তেছে কত আশার সঞ্চার।

কতদিন অশ্রুপূর্ণ তুলি আঁখি স্পন্দহীন
নীরবে তোমার চিত্র চিন্তিয়াছি মনে,
কতদিন আত্মহারা উচ্ছ্বাসে দ্বদ্‌গত চিতে
ভকতির পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছি চরণে।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ-চিত্তে কত দিন কে বলিবে ?
অলৌকিক সৃষ্টি-তত্ত্ব আলোচি তোমার,
ভারত অদৃষ্ট-পটে হইয়াছে অভিনীত
দেখিয়াছি নীতি-চক্র কত নিয়ন্তার।

প্রতি পুষ্পে, প্রতি ফলে, প্রতি নির্ঝরের কোলে,
তোমার গৌরব-রেখা রয়েছে অঙ্কিত,
প্রতি ঋতু আবর্ত্তনে, তোমার সৃষ্টির তত্ত্ব,
চিরদিন নেত্রপথে হয় বিঘোষিত।

চারিদিকে সৌন্দর্য্যের লীলাময় পারাবার,
ঊর্ম্মিময়, স্বপ্নময়, আনন্দ-পূরিত,
তুমি যোগী চিরমগ্ন আকণ্ঠ রয়েছ তাহে,
আবেশে আপনহারা পূর্ণ উচ্ছ্বসিত।

কত সুখ, কত স্বপ্ন, কত প্রীতি, কত শান্তি,
বিরাজিত কত পুণ্য আনন্দ নির্ম্মল,
নিসর্গের স্তরে স্তরে ; হয় হেথা উৎসারিত
কত প্রেম-উৎস স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, সুশীতল।

কত প্রীতি বিকসিত অনন্ত অনধিগম্য
নীরেন্দ্র-প্রতিম অই নভোনীলিমায়,
কত প্রীতি প্রকটিত নির্ম্মল নির্ঝর নীরে,
উন্মুক্ত-চঞ্চল-গতি-লহরী-লীলায় !

কত প্রেম অভিব্যক্ত বিহগ-কূজিত-কুঞ্জে
শীতল-শীকর-বাহী মলয় উচ্ছ্বাসে,
কত স্বপ্ন পরিব্যাপ্ত বনে, উপবনে, শত
বিকসিত কুসুমের সুরভি নিশ্বাসে।

প্রবেশি আনন্দে এই প্রকৃতির লীলারণ্যে
দেখিয়াছ কত কিছু প্রীতির স্বপন,
তাই হে পীযূষ-কণ্ঠে ফুটিয়াছে কত শত,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীত নূতন।

গগনে নিবিড় ঘন নেহারি অলকরাজি
বিধ্বস্ত বিদ্যুৎরাগে দীপ্ত ঝলসিত ?
কি প্রেমে তোমার চিত্ত মেঘমন্দ্রে ভয়ঙ্কর
হইল কাতর, ম্লান, বিচ্ছেদ-পূরিত ?

অভ্যুদয় দেখি যার সন্ত্রাস হৃদয়ে জাগে,
বার্ত্তাবহ সে তোমার বিরহ জ্বালার ?
এ কেমন অনুভূতি, কল্পনা উদ্ভ্রান্ত দেব,
এ কেমন অভিনব ভাবের সঞ্চার ?

অনন্ত বিমানে, দূরে, ক্ষুদ্র এক মেঘ খণ্ড
বিদ্যুৎ বিক্ষেপী বেগে যেতেছে বহিয়া,
তোমার প্রাণের শত কামনা, উচ্ছ্বাস, প্রেম,
তাহার চরণে দিলে অজস্র ঢালিয়া।

সেও সে সন্দেশ ভার —মর্ম্মন্তুদ তুর্ব্বিষহ
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে নিল তুলিয়া মাথায়,
বহিল প্রবল বেগে, বজ্রনাদে আর্ত্তনাদ
করি ঘন প্রকটিত দারুণ ব্যথায়।

সন্ত্রাসে তোমার চিত্ত হ'ল ভীত বিচলিত,
ব্যাকুল কাতর কণ্ঠে কহিলে ডাকিয়া,
'সম্বরিও মেঘদূত ভৈরব গর্জ্জন ঘোর'
পাছে প্রিয়া সশঙ্কিতা উঠে চমকিয়া।

এত প্রেম, প্রেমে আত্ম —বিস্মৃতি বিভ্রম এত ?
এত ব্যাকুলতা, চিত্তে তরঙ্গ উচ্ছ্বাস ?
হে প্রেমিক জান তুমি প্রেমে পূর্ণ বিধাতার
রহিয়াছে কি অনন্ত অজ্ঞেয় আভাস।

প্রকৃতির প্রেমরাজ্যে তাই হে প্রেমিকবর
করিয়াছ সৌন্দর্য্যের কত আবিষ্কার,
সৌন্দর্য্য তোমার ধ্যান, বীজমন্ত্র হৃদয়ের,
সৌন্দর্য্যে তোমার প্রীতি, সৌন্দর্য্যে বিহার।

অনন্ত সৌন্দর্য্য-লিপ্সা প্রশমিতে, চিত্তহর
অকাল বসন্তোদয় তোমার সৃজন,
পুষ্পময়ী প্রকৃতির পুষ্পময় তপোবনে
পুষ্প-শর অনঙ্গের পুষ্প বিকিরণ।

পুষ্প-আভরণা সাধ্বী সুকুমারী সুতন্বীর
পুষ্প-নিভ করে, পুষ্প-পাত্র মনোহর,
পুষ্প অঙ্গে, পুষ্প শত বিন্যস্ত চিকুর দামে,
পুষ্পে পুষ্প স্তূপীকৃত, গ্রথিত সুন্দর।

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, অলৌকিক সুনিপুণ
সুন্দর অঙ্কন, রেখা বিন্যাস সুন্দর,
কি সুন্দর বর্ণোচ্ছ্বাস, বিরহ সুন্দর কত
—যৌবনে যোগিনী মূর্ত্তি মুগ্ধা ললনার।

কি সুন্দর তপশ্চর্য্যা, প্রেম-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি
—আত্মদান, কি সুন্দর কঠোর সংযম,
প্রতীক্ষা ও উৎকণ্ঠার সংমিশ্রণ কি সুন্দর,
কি সুন্দর প্রগল্ভতা, অপূর্ব্ব মিলন!

চিত্রার্পিতা পার্ব্বতীর মন্ত্রমুগ্ধ ভাবাবেশ,
ঈষৎ ধরণী-পৃষ্ঠ-চুম্বিত-চরণ,
সম্মুখে ব্রাহ্মণ বটু মহাযোগী মহাদেব,
তার পর কি সুন্দর প্রেম আলিঙ্গন!

নির্জ্জন কন্দরে, কোথা, আশ্রম কুটীরস্থিত
অলক্ষিত, অবিদিত লোক-কল্পনার,
কেমনে রচিলে দেব কণ্টকিত মহারণ্যে
উপবন, বিকসিত কুসুমসম্ভার?

বিকচ কুসুম দলে অর্দ্ধস্ফুট পুষ্প-নিভ
প্রেমের প্রতিমা এক অযত্ন-বর্দ্ধিত ?
নির্ম্মল নির্ঝর তীরে নির্জ্জন বেতস কুঞ্জ,
আশ্রম-উদ্যান ঋষি ললনা-বেষ্টিত ?

সেথাও কি ফুটে ফুল ? মলয় সৌরভে মত্ত
সেথাও সুমন্দগতি করে বিচরণ ?
মুখরিত পিককণ্ঠে সেথাও কি হয় গীত
বিরহের উদ্দীপনা সন্তাপ-বর্দ্ধন ?

সেথাও প্রীতির উৎস প্রবাহিত তরতর
হৃদয়ের স্তরে স্তরে ঋষি ললনার ?
সেথাও রূপজ মোহে হয় চিত্ত বিচলিত ?
নয়নে নয়নে হয় প্রেমের সঞ্চার ?

শান্ত শুদ্ধ তপোবন ; সেথায় প্রেমের লীলা
অনুরাগ চিত্তহরা মুগ্ধা ললনার,
রক্তমাংস-বিজড়িত পঙ্কিল মানব দেহে
জড় প্রকৃতির রাজ্য অনন্ত বিস্তার ;

বিবিধ বৈচিত্র্যময়ী অন্তহীনা প্রকৃতির
বিচিত্র সংযোগে নিত্য বৈচিত্র্য বিধান,
অবস্থার বিপর্য্যয়ে বিপরীত ভাবাবেশ,
দুশ্ছেদ্য অন্তর বাহে সম্বন্ধ সন্ধান,

হে দেব ! এ দেবকল্প অনুভূতি, দৃষ্টি-তীক্ষ্ণ,
নানা তার সংমিশ্রণে স্বর আলাপন
তোমাতে সম্ভবে শুধু ; জগত-আরাধ্য তুমি ;
তোমার তুলনা মাত্র তুমি এক জন।

অশান্ত উদার চিত্তে মর্ম্মের উচ্ছ্বাস-গাথা
কম্বু-কণ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন করিলে যখন,
প্রবেশিল মর্ম্মে মর্ম্মে জগতের সুধাস্রোত
চারিদিকে স্বপ্নরাজ্য খুলিল নূতন।

ভাষায় অমৃত, ভাবে অমৃত ছানিয়া কেহ
ঢালিয়া রেখেছে কিছু—অমৃত কথায় ;
পংক্তিতে পংক্তিতে যেন অমৃতের স্রোত বহে
চরাচর পরিপ্লুত স্বর্গীয় সুধায়।

সকলি নূতন—সৃষ্টি, স্রষ্টা, জড়, সচেতন,
কি যেন আঁখির এক দৃঢ় আবরণ
উন্মোচন করি দিলে অলৌকিক প্রতিভায়,
উজলিল দশদিক—সকলি নূতন।

তপোবনে উপবন, কল্পিতা উদ্যানলতা
মদমত্ত মধুকর—সকলি নূতন,
নির্জ্জন বেতস কুঞ্জে প্রণয় পত্রিকালিপি
অনুরাগ প্রীতিপূর্ণ—সকলি নূতন।

অভিনব সন্দর্শনে, অভিনব ভাবাবেশ
নয়নের সম্মিলনে চিত্ত-সম্মিলন,
সহচর সহকারে অভিনব অঙ্কুরিতা
মাধবীর প্রীতি-স্বপ্ন গাঢ় আলিঙ্গন,

কুশাঙ্কুরে বিদ্ধক্ষত কল্পিত, ছলনাময়,
চঞ্চল সতৃষ্ণ দৃষ্টি সলীল, সুন্দর,
চিত্তরাগ নায়কের চিত্রিত কেতনৌপম,
প্রতিবাত-বিতাড়িত-শীর্ষ মনোহর,

কুঞ্জে কান্ত-কামিনীর বিশ্রম্ভ-আলাপ, প্রেম,
ব্রীড়া, প্রগল্‌ভতা, প্রীতি অর্দ্ধ-বিচুম্বিত,
আশাভঙ্গ—গৌতমীর অকপট স্নেহে বিঘ্ন,
বিদায়ে কাতর দৃষ্টি উচ্ছ্বাস-পূরিত,

বিরহ বিধুর কণ্ঠে তান-লয়-পরিশুদ্ধ
সুদূর-বিশ্রুত গীত হংসপদিকার
—সলজ্জা অসূর্য্যম্পশ্যা, যথেচ্ছ সঙ্গীত চর্চ্চা
পিঞ্জর নিবদ্ধা, মুগ্ধা বনবিহগীর ;

সুচিত্রিত সুবিন্যস্ত মুগ্ধকর চিত্রপটে
অতীতের স্মৃতি রেখা—উচ্ছ্বাস-কল্পিত,
চিত্র-বিনিবদ্ধ-দৃষ্টি সতৃষ্ণ আবেগময়
বাষ্পাকুল জড়ীভূত কারুণ্য-পূরিত,

সকলি নূতন, স্বপ্ন আনন্দ উচ্ছ্বাসপূর্ণ
তুমি শক্তি কেন্দ্রীভূত এ কাব্যলীলার,
স্রষ্টা, সৃষ্ট, ভোক্তা, ভোগ্য, ক্রীড়াশীল, ক্রীড়নক,
অদ্ভুত কল্পনা তুমি বিশ্ব নিয়ন্তার।





ভবভূতি।

প্রেমের পবিত্র তীর্থ —অকলুষ, পুণ্যময়
শান্তির অমৃত-উৎস হৃদয় তোমার,
পুণ্য প্রীতি পুষ্পদামে গাঁথিয়া রেখেছে যেন
নির্ম্মাণ-কুশল কেহ দেব-উপহার।

সুগন্ধি মন্দার পুষ্পে নন্দন-কানন নিত্য
আমোদিত, রেণুস্পর্শে শুনিয়াছি তার
অমর অপ্সরাকুল ; উচ্ছ্বাসে মলয়ানিল
স্বনিয়া স্বনিয়া বহে সৌরভ সম্ভার।

গভীর আবর্ত্তহীন শীতল অক্ষয় স্নিগ্ধ
মন্দাকিনী, নিত্য তাহে শান্ত উৎসারিত,
আকণ্ঠ দেবতাকুল, তৃষাতুর সে প্রবাহে
শুনিয়াছি নিশি দিন রহে নিমজ্জিত।

তোমার প্রভাবে দেব স্বপ্নময়, জ্ঞানাতীত
নিগূঢ় অচিন্ত্য সত্য হ'ল আবিষ্কৃত,
মন্দার-চর্চ্চিত স্বচ্ছ, পবিত্রিত, পরিশুদ্ধ,
মন্দাকিনী প্রাণে প্রাণে হ'ল সঞ্চারিত !

প্রেম মানবের ধর্ম্ম মোক্ষপ্রদ পুণ্যকর,
প্রেম জগতের প্রাণ, দুশ্ছেদ্য বন্ধন,
প্রসাদি দুর্ল্লভ প্রেম পরিপূজ্য বিধাতার
যথেচ্ছ-প্রদত্ত, শুদ্ধ, চিত্ত-বিশোধন।

প্রেম-স্পর্শে পবিত্রিত হৃদয়-মন্দির যার
অমর সে, অকলুষ, আনন্দ-পূরিত ;
উৎসাহে উচ্ছ্বাস বহে বিস্তীর্ণ অপরিসীম
প্রেম রাজ্যে, উদ্দীপনা হয় কত গীত।

এ জগতে সীতারাম স্বর্গে ত্রিধারার মত
প্রেমামৃত পরিশুদ্ধ বর্ষিল যখন,
স্তব্ধীভূত চরাচর সে প্রেমে আপনহারা
হ'য়ে গেল পবিত্রিত, আপ্লুত কেমন !

আবর্ত্ত-বিহীন শান্ত গভীর অতলস্পর্শ
সান্ধ্য-সমীরণ-স্পৃষ্ট-প্রেম-পয়োধির
স্বপ্নময় ভাবময় উন্মুক্ত সৈকতে বসি
গেয়েছিলে যে সঙ্গীত পবিত্র প্রীতির,

আজো সে আবেশময় সুদূর বিশ্রুত ধ্বনি
হিল্লোলে হিল্লোলে যেন ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে, অনিলে দূরে, গ্রহ উপগ্রহে শত,
চুম্বি হৈম-পুষ্পহার চন্দ্র তারকায়।

আজিও তমসা বহে কুলু কুলু কুলুস্বনে,
আজিও মূরলা যেন নিভৃতে কাতরে
ঔদাস্য-পূরিত কণ্ঠে গাইতেছে মর্ম্মন্তুদ
সকরুণ শোক-গাথা, ব্যথিত অন্তরে।

আজিও বাসন্তী সতী তিতিয়া নয়ননীরে
বরষিছে বিষদিগ্ধ নীরব-ধিক্কার,
ব্যথিত নিরয়গ্রস্ত অনুতপ্ত রঘুবীর
বিসর্জ্জিছে পদপ্রান্তে নয়ন আসার।

আজিও মলয় বহে, মৃদুল নিশ্বাসে তার
কত যুগ যুগান্তর হয় প্রকটিত,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে কত, অতীতের শোকস্মৃতি
করে চিত্ত সমাকুল বিচ্ছেদ পূরিত।

তটিনীর কলনাদে কোকিলের কুহুস্বরে
কে যেন কাতর-কণ্ঠে করিছে ক্রন্দন,
প্রকৃতি নিস্পন্দ স্থির, বিষাদে কালিমাময়
চরাচরে অভিনীত কি সর্গ নূতন!

তমসা, মূরলা, সীতা, বাসন্তী, হৃদয়ে আজো
কত প্রীতি স্নমধুর করে সঞ্চারিত ;
দেশ কাল পরাহত ; আজিও মানস পটে
তপোবন পঞ্চবটী রয়েছে চিত্রিত।

পবিত্রতা, প্রীতি, শান্তি অন্তর-সলিলা স্বচ্ছ
ফল্গু প্রায় চিত্তে তব নিত্য উৎসারিত,
অনুভূতি গাঢ় ঘন গভীর অতলস্পর্শ
তোমার হৃদয়-রাজ্যে অজস্র ক্ষরিত।

অশান্ত উদারচিত্তে কার যেন অশ্রুগাথা
আপনার অশ্রুজলে করিছ রচন,
কার যেন জ্বালাময়ী অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা শত
স্বজিল তোমার চিত্তে ভীষণ দাহন।

কার যেন হৃদয়ের অনুতাপ দুর্বিষহ
তোমার অন্তরতল করেছে অধীর ;
কার যেন মরমের নিগূঢ় অস্ফুট বাণী
তোমার কাতর কণ্ঠে হইল বাহির।

বাসন্তী তোমারি ছায়া —মূর্ত্তিমতী অনুভূতি,
তমসা তোমারি কণ্ঠে করে কুলুনাদ,
প্রকৃতি তোমারি দুঃখে নীরব নিস্পন্দ স্তব্ধ ;
বনময় পরিব্যাপ্ত তোমারি বিষাদ।

গভীর—গভীরতম অন্তরের অনুরাগ
করিয়াছ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় গ্রথিত,
জ্যোতির্ম্ময় হৈমসূত্রে পারিজাত পুষ্পহার
কি সুন্দর ভাবময় রয়েছে চিত্রিত।

প্রতি অঙ্কে, প্রতি ছত্রে প্রত্যেক অক্ষরে যেন
তরলিত প্রাণ তুমি দিয়াছ ঢালিয়া,
সুখে দুঃখে সমভাবে উচ্ছ্বাস তোমার চিত্তে
হিল্লোলে হিল্লোলে সদা যেতেছে বহিয়া।

গভীর তোমার প্রেম অটল, অজেয়, স্থির,
স্নেহসারে পরিণত, শান্ত স্বপ্নময়,
সুখে দুঃখে অবিকৃত, অবস্থার অনুগুণ,
প্রীতির নির্ঝর শুদ্ধ তোমার হৃদয়।

তোমার সংস্পর্শে আজ আমরাও পবিত্রিত
তোমার প্রেমেতে পূর্ণ শান্ত প্রীতিময়,
তোমার অশ্রুতে যেন হ'ল আঁখি অশ্রুপূর্ণ
তোমার কাতর কণ্ঠে ব্যাকুল হৃদয়।





জয়দেব

'বাগর্থের প্রতিপত্তি' জগতে তোমার মত
পারে নাই কেউ কভু করিতে অর্জ্জন,
ভাষায় ভাবের স্রোত ঢালিয়া দিয়াছ যেন,
হিল্লোলে হিল্লোলে বহে প্রীতি প্রস্রবণ।

সপ্তস্বরা বীণাযোগে নিত্য স্বর-আলাপনে
কেমন অভ্যস্ত যেন হয়েছে তোমার
সুরস-সঙ্গীত-চর্চ্চা ; প্রতি-বাক্য-বিনিয়োগে
আবিষ্কৃত হয় কত অমৃত-ভাণ্ডার।

লহরী হৃদয়ে শত, লহরী ভাবের স্রোতে,
লহরী অমৃতময় ভাষায় গ্রথিত,
লহরী বৈচিত্র্য-পূর্ণ সপ্ততারে প্রকটিত,
লহরী নিসর্গে কত রয়েছে চিত্রিত।

তরঙ্গে তরঙ্গে তুমি ভাসিয়া চলেছ যেন
ভাবে ভোর প্রীতিপূর্ণ তদ্গত অধীর ;
কাহার নিদেশ-বার্ত্তা বহিয়া লয়েছ শিরে ?
কার প্রেমে আত্মহারা ব্যাকুল অস্থির ?

ভাষায় অমৃত এত ? সজীবতা, অমরত্ব ?
প্রতিভা বিদ্যুৎসম দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় ?
কৈশোর, যৌবন, জরা, ক্রমোন্নতি, রূপান্তর,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিত্য অভিনয় ?

ভাষায় দেবত্ব এত প্রেম প্রীতি পবিত্রতা
শান্তি-হর্ষ-পুষ্প-দামে সজ্জিত ভূষিত ?
প্রাণের কামনা কেহ গুছায়ে রেখেছে যেন
স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত যত্নে স্তূপীকৃত !

ভাষায় কুহক এত ? অলৌকিক ইন্দ্রজাল
বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তি স্বপ্ন, মাদকতা ?
ত্রিদিবের সুখশান্তি ভাষায় চিত্রিত রহে ?
ভাষায় হৃদয়ে জাগে নরকের ব্যথা ?

কত যুগ যুগান্তর কালের তিমির গর্ভে
অহর্নিশ অলক্ষিত হতেছে বিলীন ;
তাহারি প্রচ্ছন্ন ছায়া ভাষায়—প্রস্তরে যেন
হয়ে থাকে বিভাসিত, স্থির স্পন্দহীন ।

কঙ্কাল-পঞ্জর কত —রাশীকৃত পুরাতন
ভাষার অস্তিত্ব, স্থিতি, করে সংরক্ষণ,
অস্থিমজ্জা সারভূত কল্পে কল্পে চিরদিন
ভাষার মরম-গ্রন্থি করে বিরচন।

দেব-ভাষা সংস্কৃত সারভূত পুরাতন
হইয়াছে পরিণত কঙ্কাল-পঞ্জরে,
উপভাষা আধুনিক, প্রাকৃত, মাগধ, বঙ্গ
উদ্ভূত রয়েছে আজ ভারত ভিতরে।

গঙ্গা যমুনার পুণ্য পবিত্র সঙ্গম-স্থলে
দাঁড়াইয়া তুমি, হস্তে বীণা সপ্তস্বরা,
পশ্চাতে রহিল সিন্ধু সংস্কৃত রসপূর্ণ
সম্মুখে বহিল নদী বঙ্গ ক্ষিপ্রতরা।

কে জানিত সিন্ধু হবে বিন্দু আকর্ষণে এত
বিচলিত, ঢালিবেক অজস্র ধারায়
সঞ্চিত সৌভাগ্যরাশি আশ্রিতের পদতলে,
বঙ্গভাষা হবে পুষ্ট দেব-প্রতিভায় ?

শুনিয়াছি কোন্ দেশে —কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল !
কোন্ এক যাদুকর সঙ্গীতে ঈশ্বর
বীণার-ঝঙ্কারে মিষ্ট মুহূর্ত্তে বিমানব্যাপী
স্বর্ণ-বিমণ্ডিত-সৌধ রচিল সুন্দর ;

মুহূর্ত্ত সে বীণাস্বরে পূর্ণ উচ্ছ্বসিত সিন্ধু
রহিল অচল স্থির, নিস্পন্দ নিদ্রিত ;
উৎকর্ণ হিংস্রক যত শোণিত-পিপাসু জীব
মুহূর্ত্ত সে দেবকণ্ঠে রহিল স্তম্ভিত।

শুনিয়াছি বৃন্দাবনে যমুনা সৈকতে বসি
বাজাইত বেণু যবে ব্রজেন্দ্র গোপাল,
যমুনা উজানে তাহে হ'ত ক্ষিপ্র প্রবাহিত,
পশ্চাতে বহিত সিন্ধু আকর্ষণে তার।

গঙ্গা যমুনার সেই পবিত্র সঙ্গমে তুমি
বীণায় অমৃত ধারা বর্ষিলে যখন,
স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গ-ভাষা হ'ল তাহে আবির্ভূত,
বিস্ময়ে বিপুল বিশ্ব রহিল মগন।

সঙ্গীতের ভাবময় মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায়
কত কল্প কল্পান্তর হইল সৃজিত,
বহিল উজানে স্রোত, উছলিল মহাসিন্ধু
হ'ল ভাষা পরিপুষ্ট, ধরা বিপ্লাবিত।

আজি বঙ্গে মহোৎসব, ভাষার সেবায় কত
হইয়াছে নিয়োজিত সন্তান তাঁহার,
তুমি আদি মহাকবি, দিতেছি ত্বদ্‌গত-চিত্তে
ভকতির পুষ্পাঞ্জলি চরণে তোমার।

ভাষায় ভাবের সৃষ্টি, ভাবে ভাষা মধুময়,
নহে ভাষা, নহে ভাব একাকী প্রধান,
উভয়ের সম্মিলনে উভয়ে উদ্ভূত, পুষ্ট,
তুমি ভাষাবিৎ, তুমি ভাবুক-প্রধান।

তোমার ভাষার স্রোতে ভাবের লহরী শত
কোথা হ'তে জেগে উঠে, ভাসিয়া বেড়ায়,
পরস্পরে আলিঙ্গন পরস্পরে বিচুম্বন
পরস্পর কি সুন্দর পুলকে খেলায়!

তোমার ভাবের সিন্ধু উচ্ছ্বাস তরঙ্গময়
করে ভাষা তরঙ্গিত, শব্দিত, মুখর,
তোমার উচ্ছ্বাসে যেন ভাষা ভাব উচ্ছ্বসিত
অমৃত-সম্পৃক্ত, শুদ্ধ, সজ্জিত, সুন্দর।

ললিত লবঙ্গলতা কি সুন্দর সুললিত
কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ কত স্নিগ্ধকর,
যমুনা-সৈকতে ধীর— সমীরে এখনো যেন
বৃন্দাবনে বনমালী করেন বিহার!

চন্দন-চর্চ্চিত পীতবসন-ভূষিত দেহে
কি স্নিগ্ধ নীলাব্জ-কান্তি হ'ল বিচ্ছুরিত,
মধুকর-করম্বিত নিকুঞ্জে এখনো বুঝি
বিহার-প্রমোদ-নৃত্য হ'তেছে শব্দিত।

ব্রততী-বিতান-পরি— শীলন-কোমল স্নিগ্ধ
বনবায়ু আজো যেন শান্ত প্রবাহিত,
বিসরি সম্ভ্রম, লজ্জা, অভিসার-উৎকণ্ঠিতা
আঁধারে কণ্টক-পথে হ'তেছে ধাবিত।

প্রতি পত্রপাতে, প্রতি— পতত্র-কম্পনে যেন
কার পদ-বিনিক্ষেপ হ'তেছে সূচিত,
কে যেন চকিত-নেত্রে তারি পথ চেয়ে চেয়ে
বিলাসের স্বপ্ন-শয্যা করে সুসজ্জিত!

অলক্ত-লাঞ্ছিত পদে মুখর নূপুর বাজে,
অঞ্জন-রঞ্জিত-নেত্রে খেলে সৌদামিনী,
কনক-মৃণাল-ভুজে আলিঙ্গন- অভিলিপ্সা,
চলে অই ধীরপদে গজেন্দ্র-গামিনী।

অই বুঝি বাজে বাঁশী বিপিনে শ্রীরাধা ব'লে
অই যে যমুনা-স্রোত বহিল উজান,
অই বুঝি পীতধড়া দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে,
যাই তবে—



চণ্ডীদাস।

উচ্ছ্বাস, তরঙ্গ, প্রেম, আবর্ত্ত গভীর ভীম,
তোমার হৃদয়ে নিত্য আছে বিরাজিত,
স্বপ্ন, প্রীতি, মহাযোগ, কঠোর সংযম, ব্রত,
তোমার কল্পনাপথে রয়েছে চিত্রিত।

তন্ময়ত্ব, ভ্রান্তি, হর্ষ, বিষাদ, আবেশ ঘোর
মহান্ প্রলয় বিশ্বে যেতেছে বহিয়া,
তুমি মগ্ন আত্মহারা —কার আকর্ষণে যেন
নির্নিমেষ কার পানে রয়েছ চাহিয়া।

এত কাতরতা, ব্যথা, অশান্তি, চাঞ্চল্য ঘোর,
নৈরাশ্য, দীনতা, অশ্রু দিতেছ অঞ্জলি
কাহার চরণে তুমি? সে কি এত বজ্রসম
কঠোর, নির্ম্মম? সে কি পাষাণ পুতলি?

সে তোমার চিত্ত, মন, বিবেক, প্রতিভা, জ্ঞান
করিয়াছে করায়ত্ত, তুমিও আবার
প্রীতি-পুণ্যে পবিত্রিত দিতেছ তদ্গতচিত্তে
কনককুসুমাঞ্জলি চরণে তাহার।

কি আশ্চর্য্য ? আকাঙ্ক্ষিত যে রূপ অনঘ দিব্য
তৃষিত তোমার নেত্র দেখিতে চঞ্চল,
সে রূপে, নয়নে হলে সম্মিলন তাঁর সহ
ঢালে প্রাণে অহর্নিশ তীব্র হলাহল।

আকাঙ্ক্ষার পরিণতি শুনিয়াছি প্রীতিপ্রদ,
পিপাসায় পরিতৃপ্তি বড়ই মধুর,
তৃষ্ণা, তৃপ্তি, আশা, ঘোর নৈরাশ্য, তোমার কাছে
সকলি যাতনাপ্রদ বিষদ বিধুর !

সুখের লাগিয়া তুমি কত যত্নে সুসজ্জিত
কুটীর কল্পনাময় করিলে নির্ম্মাণ,
প্রবেশিতে কাম্য গেহে দেখিলে অবাক্ হয়ে
বিদগ্ধ সে ভস্মময় হয়েছে শ্মশান।

শীতলিতে হৃদয়ের জ্বালা, তৃষ্ণা, দুর্ব্বিষহ
অমৃত সাগরে হলে আকণ্ঠ মগন,
অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে বুঝি অমৃতে গরল হ'ল,
হ'ল আবিষ্কৃত মৃগতৃষ্ণিকা ভীষণ।

শীতল বলিয়া সেবি শীতরশ্মি চন্দ্রমায়
ভানুর কিরণে দগ্ধ হয় কে কখন ?
যে প্রেমে এমন জ্বালা, এত গ্লানি, পরিতাপ,
সে প্রেমে আপনহারা ? রহস্য নূতন।

এই বুঝি প্রেমধর্ম্ম ? আত্মদান, তন্ময়ত্ব,
দুশ্ছেদ্য সংযোগ, প্রীতি আত্মায় আত্মায়,
মরমের স্তরে স্তরে উৎসারিত শত উৎস
উচ্ছ্বাস তরঙ্গব্যাপ্ত পূর্ণ মহিমায় ?

এই বুঝি প্রেমধর্ম্ম ? কাহার উদ্দেশে যেন
বিরচি কুসুম-মাল্য পবিত্র নির্ম্মল
প্রতীক্ষায়—উৎকণ্ঠায় আজীবন অতিপাত
মাঝে মাঝে স্বপ্নাবেশ—শুধু অশ্রুজল !

এই বুঝি প্রেমধর্ম্ম ? ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া নিত্য
এক দিব্য প্রতিমার আরতি বিধান,
তাঁহারি অর্চ্চনা—ব্রত কাম্য সারা জীবনের,
বীজমন্ত্র সংগোপনে তারি নাম গান ?

একাগ্রতা, তন্ময়ত্ব, সমাধি, সংন্যাস, ধ্যান,
তারপর মহাপ্রীতি, আনন্দ উচ্ছ্বাস,
সুখ, শান্তি, স্থৈর্য্য ; অহো প্রেমে পূর্ণ বিধাতার
রহিয়াছে কি অনন্ত অজ্ঞেয় আভাস।

সে কি প্রেম—যাহে চিত্ত নহে মত্ত, আত্মহারা ?
সে কি প্রীতি—যাহে নাই চাঞ্চল্য নৈরাশ ?
সে কেমন নীরনিধি আবর্ত্তবিহীন শান্ত
যাহে নাই বিশ্বপ্লাবী তরঙ্গ উচ্ছ্বাস ?

যেখানে হৃদয়, সেথা বিদ্যুৎপ্রবাহ, ঘোর
ব্যাকুলতা, সেথা শান্তি, অশান্তি দুর্ব্বার,
যেথা প্রীতি, সেখানেই অপ্রীতির দাবদাহ
যেখানে মিলন সেথা বিচ্ছেদ-বিকার।

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল যার
বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠ, সে জানে কেমন
আকুল, অস্থিরগতি তরঙ্গ হিমাদ্রি সম
উচ্ছ্বসিত অন্তরঙ্গ করে আলোড়ন।

সে কণ্ঠের তুলনায় সুললিত পিককণ্ঠ
ভাবহীন, লয়হীন, নীরস, কঠোর,
সে অঙ্গের ভঙ্গিমায় মহিমা অজস্র ধারে
করে বিশ্ব বিপ্লাবিত হরষে বিভোর ;

সে নয়ন-কটাক্ষের নিরুপম সচঞ্চল
পলকে পলকে যেন বিদ্যুৎ খেলায়,
সে বঙ্কিম ভ্রূলতায় কত পুষ্প বিকিরণ
করে নিত্য পঞ্চশর অজস্র ধারায়।

নিতুই নূতন খেলা, আবেশ-পূরিত-কণ্ঠে
নিতুই নূতন গান নূতন উচ্ছ্বাস,
নিতুই নূতন ভাবে হ'য়ে আছ মাতোয়ারা,
নিতুই নূতন প্রেমে নূতন তিয়াষ !

হেথা প্রেম মুকুলিত, কিঞ্জল্কে আবৃত যেন
কুসুম-কোরক, স্নিগ্ধ বাসন্তী ঊষায়
স্পন্দিত, শিশির-স্নাত, অৰ্দ্ধস্ফুট, কমনীয়,
ঈষচ্চুম্বিত মুহু মৃদু বনবায়।

কি সুন্দর প্রীতিকর চঞ্চল আবেশময়
অৰ্দ্ধ-বিকসিত চক্ষে রয়েছে চাহিয়া
অবিকৃত, অনাঘ্রাত, অস্পৃষ্ট, পীযূষপূর্ণ
আপন সৌরভে আছে আপনি মজিয়া।

পরশে অবশ অঙ্গ, স্পন্দিত, শঙ্কিত, ভীত,
হৃদয়ে গৈরিকস্রাবী আগ্নেয় ভূধর,
বাহিরে আশঙ্কা, লজ্জা, —দেবতার অভিশাপ
কোমলে কঠোরে নিত্য যুদ্ধ ভয়ঙ্কর।

বাজিলে বাঁশরী দূরে সে তখন আত্মহারা
চকিত নয়নে বিশ্ব করে বিলোকন,
পাছে লোকে কিছু বলে, তাই বসি গৃহকোণে
নিভৃতে ধুঁয়ার ছলে নীরব ক্রন্দন।

সেথা প্রেম প্রস্ফুটিত, —স্মেরকরে সূর্য্যমুখী
প্রভাত-সমীর-স্পর্শে উঠেছে জাগিয়া,
হাসির লহরী মুখে, হাসির তরঙ্গ বুকে,
হাসির উচ্ছ্বাস হৃদে রেখেছে চাপিয়া।

এখনো সে ঘুম ঘোর কৈশোরের ব্রীড়া ভয়
লাগিয়া রয়েছে যেন নয়নের কোণে,
এখনো গোলাপগণ্ডে রক্তাভ সরম চিহ্ন,
মাঝে মাঝে দেখা দেয় মৃদু পরশনে।

নীলাভ আকাশে দূরে, কি সুন্দর জ্যোতির্ম্ময়
প্রাণের দেবতা তার আছে প্রতিষ্ঠিত,
তারি পানি চেয়ে চেয়ে করিবে জীবন ভোর,
তারি তরে এ হৃদয় আছে সঙ্কল্পিত।

তিলেক বিরহে বিশ্ব বিষাদে ডুবিয়া রহে,
জ্বলে চিত্তে যুগপৎ সহস্র অঙ্গার,
পলকে পলকে নেত্রে অভিমানে অশ্রু বহে,
বুকে বাষ্পীভূত বহ্নি, মুখে হাহাকার।

যবনিকা-অন্তরালে কি সুন্দর অভিনয়,
প্রেমের পবিত্র দৃশ্য চিত্রিত সজ্জিত।
প্রেমিক নিস্পন্দ স্থির, যোগস্থ, তদ্গতচিত্ত
সম্মুখে অমৃত-সিন্ধু শান্ত প্রবাহিত।

ভক্তি তার পুষ্প গুচ্ছ বিকসিত শতদল,
নীরবে সে সিন্ধু নীরে দিতেছে অঞ্জলি,
স্নেহ দর বিগলিত শ্রাবণের স্নিগ্ধ ধারা
মরমের তপ্ত মরু নিমেষে শীতলি।

প্রসন্নতা—দেবতার প্রসাদ, পবিত্র, শুদ্ধ,
কি সুন্দর বিভাসিত আননে, অধরে,
কি পবিত্র আত্মোৎসর্গ, নিষ্কাম, কল্পনাতীত,
রয়েছে চিত্রিত হেথা জ্বলন্ত অক্ষরে!

হে প্রেমিক মহাযোগি! ধন্য তুমি, জ্ঞানাতীত
কঠোর তপস্যা এক করিলে সাধন,
ডুবিলে, মজিলে, ভাবে মজাইলে গৌড় জনে,
দেখাইলে কত কিছু প্রীতির স্বপন।

প্রেমের বিচিত্র লীলা অনন্ত, অপরিসীম,
অগাধ সমুদ্রে শত তরঙ্গ উচ্ছ্বাস,
জীবন-আলেখ্যে তব রহিয়াছে সুচিত্রিত,
কি সুন্দর ভাবময় বৈচিত্র্য বিন্যাস!

এ প্রেম অনন্ত, ঘন, গভীর, অজেয়, নিত্য,
এ প্রবাহ সিন্ধু পানে চলেছে ছুটিয়া,
উচ্ছ্বাস, তরঙ্গ, কত আবর্ত্ত লইয়া বুকে
নিশি দিন অবিরাম যেতেছে বহিয়া।

কুলু কুলু কুলু ধ্বনি হৃদয়ের কত ব্যথা
মর্ম্মন্তুদ কত জ্বালা করে প্রকটিত,
কুলু কুলু কুলু ধ্বনি দীনতা-নৈরাশ্য-পূর্ণ
করে প্রাণ সমধীর বিচ্ছেদ পূরিত।

কুলু কুলু কুলু ধ্বনি আমি বড় ভাল বাসি
ব্যথায় ব্যথিত প্রাণ বড়ই চঞ্চল,
নয়নের বিন্দুনীরে পঙ্কিল অপরিশুদ্ধ
হয় চিত্ত বিশোধিত বিধৌত নির্ম্মল।

তোমার ভগন কণ্ঠে বিষাদের ভাঙ্গা স্বর
যদি কারো প্রীতিপদ না হয় ধরায়
কি ক্ষতি ? ব্যথিত প্রাণ হয় তাহে পরিতৃপ্ত,
বিভাসিত অলৌকিক পুণ্য-প্রতিভায়।

কি আর বলিব আমি ! কাহার চরণ সনে
তোমার হৃদয়বৃন্ত রয়েছে গ্রথিত ?
কার পানে নিশিদিন নির্নিমেষ আত্মহারা
চেয়ে আছ নগ্ন প্রাণে কাতর দুঃখিত ?

সে তোমার সব জানে —ব্যথা, কষ্ট, মনস্তাপ,
সে তোমার একমাত্র বাঞ্ছিতরতন,
দেও ভক্ত পদরেণু প্রেম স্পর্শে পবিত্রিত
পিপাসিত কণ্ঠে কর অমৃত সিঞ্চন।



বিদ্যাপতি



'ভাল করি পেখন না ভেল'।

বিদ্যুৎ-বিক্ষেপী রূপ   কি প্রখর জ্যোতিষ্মান্,
ভাল করি দেখা নাহি গেল,
পলকে তৃষিত আঁখি   হ'ল অন্ধ ঝলসিত,
মরমে বিঁধিল বজ্র শেল।

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা শত   হৃদয়ের অন্তরালে
বিরচিল আগ্নেয় ভূধর,
কি ঘোর আবেগে বিশ্বে   জ্বলিয়া উঠিল মরু
জ্বালাময় প্রচণ্ড প্রখর।

অন্তরের অন্তস্তলে —উৎক্ষোভিত জলধির
বেলাভূমি করি অতিক্রম,
বহিল প্রবল বেগে তর তর খরতর
মহাস্রোত ঝটিকা বিষম।

প্রবল সে প্রভঞ্জনে অঙ্কুরে ভাঙ্গিল প্রেম,
নেত্রকোণে বহিল নির্ঝর,
জলদ নেহারি তাপে চাতক মরিয়া গেল,
চকোরে দহিল হিমকর।

কোথা সে ? কাহার জ্যোতিঃ ক্ষণেক আঁধারে আলো
ঢেলে দিল প্রাণে প্রাণে মম ?
হৃদয়ের অন্ধকার হ'ল তাহে গাঢ়তর
নিবিড় দুর্ভেদ্য স্পর্শক্ষম ?

কোথা সে ? চমরী যার সুকুমার কেশ গুচ্ছ
অনুকারে নিভৃত কন্দরে ?
কোথা সে ? আনন-কান্তি দেখি যার অপরূপ
লাজে দূরে শশাঙ্ক বিহরে।

কোথা সে ? চকিত নেত্রে হরিণী সন্ত্রাসে যার
হেরি দৃষ্টি সলীল সুন্দর,
দূরে দূরে নিরজনে কাননে বিহরে একা
অভিমানে ব্যথিত কাতর ?

কোথা সে আদেশময়ী ? চঞ্চল চরণ যার
চলিতে না ছোঁয় ধরাতল,
খঞ্জন-গঞ্জিত গতি ? কোথা সেই চিত্তহর
লীলাগর্ব্ব সুষমা তরল ?

কোথা সে অমৃতস্রাবী করুণার কণ্ঠ, যাহা
পিককণ্ঠে হ'তেছে কূজিত ?
কনক চম্পক রাশি রূপের প্রভায় নিত্য
পদতলে অজস্র ক্ষরিত।

কোথা সে চাতকী ? চাহি অম্বুদ তিয়াসে যার
শূন্য প্রাণে ফিরিছে অম্বরে ?
কোথা সে চকোরী ? চন্দ্র যাহার দরশ লাগি
সারানিশি বিমানে বিহরে ?

সে বুঝি বিজলী বেগে কোথায় মিশিয়া গেছে,
রেখে গেছে পশ্চাতে শ্মশান
—তোমার সাধনক্ষেত্র ; করুণ উচ্ছ্বাসে তাই
সাধিতেছ বীণা পূর্ণতান।

অধরের হাসি তার পুষ্পে পুষ্পে রেখে গেছে,
হৃদয়ের অশান্ত উচ্ছ্বাস
নৈশ সমীরণ শিরে ফিরি দেশ দেশান্তর
ছাড়িতেছে সুদীর্ঘ নিশ্বাস।

প্রীতিস্বপ্ন তারি বুঝি মাধবী লইয়া বুকে
সহকারে শাখা জড়াইয়া,
আকণ্ঠ অমৃতপানে বিভোর, তদ্‌গতচিত্ত
প্রেমাবেশে পড়েছে ঢলিয়া।

সুদূর গগনে, স্নিগ্ধ সান্ধ্য তারকার চক্ষে
তারি দৃষ্টি সলীল সুন্দর
হয় নিত্য প্রতিভাত, —অপলক স্পন্দহীন
স্বপ্নময় শান্ত প্রীতিকর।

জ্যোৎস্নায় সুষমা রাশি রেখে গেছে, কার যেন
তপ্ত প্রাণে করিতে সিঞ্চন
অজস্র সান্ত্বনা শান্তি; কুসুমিতা লতিকায়
গাঢ় প্রেম, দৃঢ় আলিঙ্গন।

মলয়-হিল্লোলে যেন মৃদুল পরশ তার
ঢালে অঙ্গে অমৃত তরল,
সুরভি কুসুমরেণু ছড়ায় কাননে নিত্য
অঙ্গরাগ তাহারি নির্ম্মল।

হরি! হরি! সে তোমার হৃদয়ের অন্তরালে
জ্বালিয়াছে সহস্র অঙ্গার,
'পরাণ পোড়ানি' তাই নাহি হয় নির্ব্বাপিত
কি নিষ্ঠুর নিয়তি তোমার!

তিয়াষ পরাণে, স্নিগ্ধ গভীর অতল-স্পর্শ
সম্মুখে অমৃত-সিন্ধু যার,
জানি না কেমনে সে যে অতৃপ্ত সংক্ষুব্ধ রহে,
যাতনায় করে হাহাকার।

দেবতার অভিশাপ —উর্ম্মিময় খরস্রোত
তুমি প্রেম-পয়োধির তীরে
চির বিরহের গাঁথা অশ্রুপূর্ণ অহর্নিশ
ছড়াইবে অশান্ত সমীরে।

চাহি নীল সিন্ধুনীরে অনন্ত লহরী-লীলা
—উদ্বেলিত অনন্ত উচ্ছ্বাস
কাতরে, বিষাদম্লান হৃদয়ে, ছাড়িবে ঘন
প্রাণস্পর্শী সুদীর্ঘ নিশ্বাস।

চাহি শূন্যে, চাহি ঊর্দ্ধে, নির্নিমেষ আত্মহারা
অশ্রুধারা বর্ষিবে যখন,
প্রখরা তটিনী তাহে হবে দ্রুত সঞ্চারিত
বিপ্লাবিত করি বৃন্দাবন।

কুসুমিত কুঞ্জ হেরি কাতরে মুদিবে আঁখি
পিককলে গুণিবে প্রলয়,
হিমকর হেরি কভু আনত করিবে মুখ,
বিষ-দিগ্ধ বহিবে মলয়।

চন্দন-বিলিপ্ত স্নিগ্ধ • শীতল কমল-দলে
আবিষ্কৃত হ'বে অগ্নিরাশি,
অনিদ্র নয়নে ধূ ধূ জ্বলিবেক মহামরু
প্রচণ্ড প্রতপ্ত বিশ্বগ্রাসী।

এখন তখন ভেবে অহর্নিশ উৎকণ্ঠায়
নয়নে গলিবে জলধারা,
কার পথ চেয়ে আঁখি অবিশ্রান্ত অপলক
হবে ম্লান অন্ধ দৃষ্টিহারা।

নিবিড় নীরেন্দ্রে হেরি শিখিনী নাচিবে যবে
শিখিসহ প্রমোদে মাতিয়া,
কি দারুণ যাতনায় বুকের পঞ্জর শ্লথ
শোকাবেগে যাবে বিদরিয়া।

দূর হ'তে দেখি যার রূপ জ্যোতিঃ চিত্তহর
তুমি এত প্রক্ষিপ্ত চঞ্চল,
কি যেন অমৃত স্নিগ্ধ সে রূপ সিন্ধুর গর্ভে
রহিয়াছে স্বচ্ছ সুনির্ম্মল।

কি যেন অচিন্ত্য গূঢ়, আকর্ষণে সুমধুর
আত্মহারা চলেছ ছুটিয়া,
কার প্রেমে বিশ্ব যেন রয়েছে প্লাবিত, রূপে
চন্দ্র তারা রয়েছে জাগিয়া।

দশ দিকে তারি ছায়া সর্ব্বময় সর্ব্বভূত,
কি অমৃত বর্ষে তৃপ্তিকর,
কে তোমার প্রাণে প্রাণে ঢালিয়া দিয়াছে যেন,
ভ্রান্তিময়ী মদিরা প্রখর।

নয়নে স্বপ্নের রাজ্য হ'য়ে গেল উদ্‌ঘাটিত,
পরিভ্রমি পুষ্পিত কানন
সুরভি কুসুম কত করি যত্নে উপচয়
বিরচিলে বীথিকা নূতন।

প্রকৃতির স্তরে স্তরে সৌন্দর্য্যের কত উৎস
যুগপৎ হ'ল উৎসারিত,
তৃষিত হে প্রেম-পন্থি—পরিচারী মহাজন
হ'লে তাহে আকণ্ঠ প্লাবিত।

উপমান-উপমেয় —কি মধুর সমাবেশ
কি সুন্দর রয়েছে গ্রথিত,
স্তবকে স্তবকে যেন পারিজাত নন্দনের
যত্নে কেহ করেছে সজ্জিত।

'তত্ত্ব-অন্বেষণে' তুমি করিলে জীবন ভোর
তুমি তাহে কৃতী সুনিশ্চিত,
সৌন্দর্য্যের পারাবারে উথলিত তুমি যেন
প্রেমোচ্ছ্বাস বেলাবিপ্লাবিত।

তিলেক অতলে আহা! আকণ্ঠ ডুবিতে যদি
হে পণ্ডিত! প্রতিভা-মণ্ডিত,
কি মধুর প্রেম-তত্ত্ব গভীর বৈচিত্র্য-পূর্ণ
কম্বু-কণ্ঠে হইত নিঃসৃত!

ললিত রসনা তব পীযূষে-পূরিত যেন,
বহে তাহে অমৃত নির্ঝর,
মরমে প্রবেশে যবে প্রাণে প্রাণে মন্দাকিনী
বহে মৃদু স্বচ্ছ স্নিগ্ধকর।

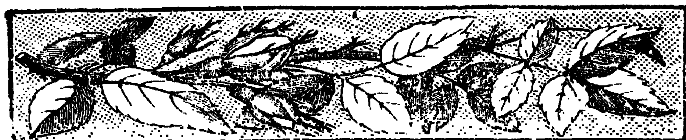
চকিতে চেতনা পেয়ে চেয়ে দেখি বিশ্ব যেন
কি অমৃতে রয়েছে পূরিত,
চেয়ে দেখি চিরন্তন মাধব মন্দিরে মোর
রয়েছেন নিত্য প্রতিষ্ঠিত!

প্রেমে পরিমল-বহ পুলকে সঞ্চরে মৃদু,
লক্ষ লক্ষ গুঞ্জরে ভ্রমর,
পীযূষ-পূরিত-কণ্ঠে অযুত-কোকিলবধূ
গাহে কত প্রভাতী সুন্দর।

লক্ষ চন্দ্র আকাশের নীল চন্দ্রাতপে দূরে
ঢালে প্রাণে অমৃত তরল,
সহস্র কুসুম কুঞ্জে হ'য়ে প্রেমে বিকসিত,
প্রাণে প্রাণে ফোটে শতদল।

জীবন যৌবন আজ সফল হইল বুঝি
দশ দিক আনন্দে পূরিল,
জয় প্রেম নিত্য সত্য, জয় ভক্তি মুক্তিদাত্রী,
সুধাস্রোতে জগত ভাসিল।





রামপ্রসাদ।

ভক্তির কাতর অশ্রু কি স্নিগ্ধ হৃদয়স্পর্শী
কারুণ্যপূরিত,
কি মরু শ্মশানে যেন কি অমৃত ধারা বহে
শান্ত সঞ্চারিত।

কি ভীষণ দাবদাহে চঞ্চল তরঙ্গস্রোত
বহে জাহ্নবীর,
কি তৃষ্ণায় কি মধুর অজস্র অমৃত ক্ষরে
কণ্ঠে তিয়াষীর!

কি প্রচণ্ড ঝটিকায় কি শান্তি নিহিত রহে,
নৈরাশ্য-পূরিত
শুনি মর্ত্ত্যে, নন্দনের কোমল অপ্সরা-কণ্ঠ
হ'তেছে কীর্ত্তিত।

চন্দন-চর্চ্চিত জবা বনপুষ্প সুপবিত্র
বিল্বপত্র অবচিত স্বহস্তে সুন্দর
কাহার চরণে তুমি দিতেছ অঞ্জলি নিত্য ?
ঝরিতেছে নেত্রে ধারা সুধার নির্ঝর ?

সে কেমন মহাব্রত —ব্রতীর আপন মুণ্ডে
ব্যবস্থিত পুণ্যময় প্রতিষ্ঠা যাহার ?
সে কেমন প্রেম—যাহে প্রাণের দেবতা সহে.
অভিমান অহর্নিশ, কঠোর ধিক্কার ?

সে কেমন মহাপূজা নীরবে নির্জ্জনে যাহা
জগতের অন্তরালে হয় অনুষ্ঠিত ?
প্রাণে প্রাণে প্রেম-সিন্ধু উদ্বেল উচ্ছ্বাসে বহে
প্রীতিময়, পুণ্যময়, অমৃত-পূরিত।

মা তোমার ব্রহ্মময়ী ; কুসুম-কুন্তলা মুক্তা
শ্যামলা সৌন্দর্য্যভরা প্রকৃতি তাঁহার
রূপ লাবণ্যের সিন্ধু ; বসনে আবৃত তাঁরে
নেহারি কি যেন তৃষ্ণা মিটিবে তোমার !

মাটির পুতলি নহে তোমার আরাধ্য, তবু
মনোময় কি প্রতিমা করিলে গঠন,
তাঁরি তরে অহর্নিশ —বিকচ নলিন সম
রহিয়াছে প্রস্ফুটিত হৃদয়-আসন।

আজীবন অশ্রুস্রোতে তরঙ্গের অভিঘাতে
কোথায় একাকী আহা যেতেছ ভাসিয়া
—স্রোতের শৈবাল যেন, দীন কাঙ্গালের বেশে
কাতরে তৃষিত-নেত্র ঊর্দ্ধে নিক্ষেপিয়া।

অন্তরের অন্তস্তল করি ভেদ বিদারিত
বাহিরিল সকরুণ সঙ্গীত উচ্ছ্বাস,
নির্ম্মল ভক্তির উৎস হ'ল যেন উৎসারিত
নিবারিতে বসুধার অশ্রান্ত তিয়াষ।

ব্যথিতের অশ্রুকণা —কি স্নিগ্ধ অমৃত-সিন্ধু
ইচ্ছা হয় ডুবে থাকি আকণ্ঠ সতত,
অশ্রুতে অশ্রুর উৎস ঢেলে দিই অকাতরে,
মরুময় বিশ্বে গঙ্গা হ'ক প্রবাহিত।

সহযাত্রী কত পান্থ কণ্টক-বিদীর্ণ-দেহে
দুঃখ-ভারাক্রান্ত-চিত্তে আসিবে হেথায়,
হ'বে শান্ত প্রক্ষালিত, নীরবে ঢালিবে অশ্রু
অশ্রুমতী স্বচ্ছ এই স্নিগ্ধ ত্রিধারায়।

উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ-ব্যাপ্ত পবিত্র প্রবাহে তার
জগতের যত দুঃখ হ'বে প্রবাহিত,
আসে যারা তীরবাসে তীর্থবাসী দীর্ঘযাত্রী
অচিরে হইবে প্রীত কলুষ-বর্জ্জিত।

কুলু কুলু কুলু কুলু নির্জ্জনে হইবে গীত
কি স্নিগ্ধ মরমস্পর্শী পবিত্র সঙ্গীত,
সাধক নিস্তব্ধ ভীত দেখিবে অবাক্ হ'য়ে
প্রাণে কি অজ্ঞাত সিন্ধু হ'ল উচ্ছ্বসিত।

মরমের কত কথা সে নাদে সতত বিশ্বে
চিরদিন অবিশ্রান্ত হ'বে বিঘোষিত,
হয়তো কাহারো প্রাণ কোমল কুসুম সম
সম বেদনায় দুঃখে হ'বে বিগলিত।

কোথা সে কাতর কণ্ঠ? তন্ময়ত্ব, ব্যাকুলতা?
কোথা সে মরমস্পর্শী সাশ্রু আবাহন?
আরাধ্য দেবতা কেন হ'বে তবে বিচলিত,
পরশিবে কলুষিত হৃদয়-আসন?

পাপাসক্ত এ আত্মায় —ভগন মুকুরে কেন
বিভাসিত হ'বে দিব্য প্রতিবিম্ব তাঁর?
আমি হেথা অবসাদে আজীবন অশ্রুজলে
যদি না ভাসিব তবে কে ভাসিবে আর?

আমার প্রাণের দ্বার —লৌহবর্ম্ম, নিত্য রুদ্ধ,
দুর্ভেদ্য, আবৃত ঘন তামসী ছায়ায়—
আমার হৃদয়ে ঘোর দাবানল দিগ্‌দাহী
যদি না জ্বলিবে তবে জ্বলিবে কোথায়?

এ জীবন—কি দুর্লভ ! হেলায় কাটিয়া গেছে,
অকর্ষিত র'য়ে গেল কি ভূমি উর্ব্বর !
অন্তরের অন্তস্তলে তাই বুঝি এতদিনে
জ্বলিয়াছে বিশ্বপ্লাবী আগ্নেয় ভূধর ।

অকর্ম্মে যামিনী দিন ভূতের বেগার খেটে
হইতেছে নিঃশেষিত—রহিল কেবল
হৃদয়ে কলঙ্ক রেখা, —রিপুর প্রচার-চিহ্ন,
র'য়ে গেল বিশ্বদাহী কালান্ত অনল ।

অন্তরে বাহিরে মরু, মরুময় চতুর্দ্দিক,
জ্বলিতেছে মহামরু প্রাণের ভিতর,
আমিতো ভেসেছি, কূলে কেন রহে মহীরুহ,
নীলিম আকাশে ভাসে নির্ম্মল ভাস্কর ?

ডুবে যাক্ অংশুমালী— প্রগাঢ় তিমিরে মাগো
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড হৌক্ নিমেষে আবৃত,
ম্লান-হৃদয়ের তবে নিবিড় কালিমা রাশি
দেখিবেনা কেহ, রবে চির আচ্ছাদিত !

তোমা হ'তে দূরে থাকি সেও ভাল, তবু যেন
আমার কলুষ ব্যাপ্ত ঘৃণিত, গলিত,
পুরীষ-পূর্ণিত-তনু তোমার চরণ-পথে
নাহি রহে অভিশপ্ত ধূলি বিজড়িত ।

তারপর শক্তিময়ি, যেই দিন মৃতদেহে
তোমার করুণা বলে হ'বে সঞ্চারিত
অমিত অপ্রতিহত বিশ্ববিজয়িনী শক্তি,
ধমনী প্রবাহে হ'বে বিদ্যুৎ চালিত,

সেই দিন, কি মধুর স্বপ্ন মাগো! সেই দিন
গগন-বিদারি-কণ্ঠে, চাহি ঊর্দ্ধপানে,
পারি যেন একবার ডাকিতে মা ব'লে, তুমি
দূরে থেকে আশীর্ব্বাদ বর্ষিও সন্তানে।

শক্তিহীন ধর্ম্মহীন বিশ্বাস-বিহীন বিশ্বে,
কি অকার্য্য না হ'তেছে নিত্য বিঘটিত,
ভারতের শবদেহে কঠোর সাধনা বিনে
হইবে না যেন প্রাণ পুনঃ সঞ্চারিত।

স্বার্থ, হিংসা ভেদাভেদ, বিষম-বিদ্বেষ-বহ্নি
চারিদিকে দেখিতেছি দীপ্ত, প্রধূমিত;
শোণিত পিপাসু যেন হিংস্রক সহস্র জীব
হিংসিতেছে পরস্পরে রুধিরে প্লাবিত।

এ দুর্দ্দিনে,—মহা ঘোর আবর্ত্ত-সংঘর্ষ-পূর্ণ
প্রলয় পয়োধি স্রোতে, হে শক্তিরূপিণি,
শক্তি পূজা ঘরে ঘরে না হইলে অনুষ্ঠিত
পোহায় না বুঝি আর তমিস্রা যামিনী।

মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড ঘোর তেজস্কর জ্যোতির্ম্ময়
যে শক্তি প্রভাবে হয় নিত্য আবর্ত্তিত,
লোলিত সহস্রজিহ্ব হুতাশন যে শক্তির
সর্ব্ব বিধ্বংসিনী ক্রীড়া করে অভিনীত ;

প্রভঞ্জনে যে শক্তির প্রভাব নিহিত রহে,
উদ্দীপিত যে শক্তিতে আগ্নেয় ভূধর,
প্রচণ্ড মরুতে যাঁর ভীষণ সংহার মূর্ত্তি
হয় প্রতিভাত, বেষ্টি দিগন্ত অম্বর ;

উচ্ছ্বসিত মহাসিন্ধু যে শক্তি সংস্পর্শে, শূন্যে
গ্রহ উপগ্রহ শত রহে শৃঙ্খলিত,
সর্ব্বভূতে তুমি দেবি সে শক্তি স্বরূপে নিত্য
বিশ্বের মঙ্গল হেতু রয়েছ সংস্থিত ;

অঙ্কুর নিহিত বীজে, অঙ্কুরে বিশাল দৃঢ়
মহীরুহ নবোদগত-পল্লব-ভূষিত ;
বালার্কঅরুণপ্রভ কিসলয়ে—পুষ্পোদগম,
পুষ্পে ফল রূপ-রস-গন্ধ-পরিবৃত,

কি সুন্দর বিবর্ত্তন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের
অন্তরালে কি মহান্ শক্তি বিকসিত,
অনন্ত এ বিশ্বরাজ্য কাহার ইঙ্গিতে যেন
কি এক অদৃষ্ট পথে হ'তেছে চালিত !

তুমি তারি কেন্দ্রীভূত মহাশক্তি, দশদিকে
দশ হস্তে করিতেছ শক্তি নিয়োজিত,
দিগম্বরে, তবে কেন শক্তিহীন ভারতের
ঝরে অশ্রু অহর্নিশ অদৃষ্ট পীড়িত ?

হৃদয়ের শক্তি—প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ, স্নেহ
—কি দারুণ অবষ্টম্ভ—প্রীতি সম্মিলন,
বিলুপ্ত সকলি যেন সুষুপ্ত ভারতে, তবে
কিসে আর হবে বল ব্রত উদ্‌যাপন ?

আবাহন, উদ্বোধন —চাহি পুনঃ, চাহি আরো
সাধক প্রসাদকল্প প্রসন্ন নিষ্কাম,
চাহি গাথা প্রাণস্পর্শী, গায়ক সুকণ্ঠ, বীণা
নারদের সুধাবর্ষী প্রীত পূর্ণ-কাম ;

প্রশান্ত প্রেমিক চাহি সহিষ্ণু ধরিত্রীসম,
দুঃখের তরঙ্গে স্নাত, বিধৌত, নির্ম্মল,
অগ্নিপরি শুদ্ধ চাহি, প্রেম স্বচ্ছ অনাবিল,
অকৃত্রিম, অবিকৃত, অমূল্য, উজ্জ্বল।

শ্যামলা উন্মুক্তা নগ্না অশ্রু-অভিষিক্তা মায়ে
বসনে আবৃত আজ কে করিবে বল ?
প্রসাদ দাঁড়াও দূরে, তোমার প্রসাদে যদি
বহে বঙ্গে অমৃতের প্রবাহ তরল।

এত পুষ্প আভরণ থাকিতে মায়ের কেন
কুন্তল কুসুমহীন ধূলি ধূসরিত ?
এত রত্ন ধন ধান্য থাকিতে মায়ের ভোগে
নৈবেদ্য তণ্ডুল-মুষ্টি আতপ-তাপিত ?

ললিত সহস্র কণ্ঠে মায়ের আরতি কেন
বিশ্ব ব্যাপি নাহি শুনি পবিত্র মধুর ?
পুরাতন সে ভারতে নাহি হোম যজ্ঞ যাগ
নাহি সে উৎসর্গ, পূজা আহুতি কঠোর ?

নীরব নিদ্রিত বিশ্ব , মৃত্যুর করাল ছায়া
গ্রাসিয়াছে যেন দিক দশ অন্ধকার,
অবিদ্যায় অহর্নিশ মোহের আবর্ত্তে ঘোর
নর নারী ভারতের দিতেছে সাঁতার।

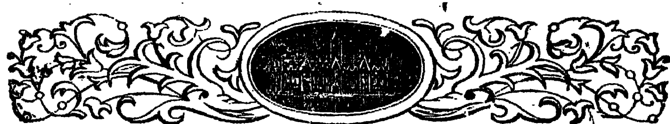
নাহি সে তিতিক্ষা, জ্ঞান, —বিশ্ববিজয়িনী যাহে
রহে শক্তি প্রভাময়ী অন্তরনিহিত,
নাহি প্রীতি—মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে যাহে
ঘটে মৈত্রী অবিচ্ছেদ্য, দৃঢ় সঙ্কলিত।

সেই দিন, নহে দূর নহে স্বপ্ন, সেই দিন
কালের আবর্ত্তে পুনঃ আসিবে ফিরিয়া,
আমরা থাকিব চাহি আশা পথে, দেখি কালী
কাল বক্ষে কি প্রলয় দেন ঘটাইয়া।

মহাকাল হও যত ভৈরব অশান্তিপূর্ণ
ভীষণ শ্মশান-চারি-প্রমথ-বেষ্টিত
চরণে দলিত তুমি ; অদূরে নির্ম্মাল্য হস্তে
রয়েছেন মা আমার সমরে সজ্জিত।

কে বলে তোমার স্রোত অনিবার্য্য অনিরুদ্ধ ?
শক্তিময়ী অন্তরালে সহায় যাহার
অমর সে অবিজিত, তরঙ্গে তোমার সে যে
মাভৈ মাভৈ শব্দে দিতেছে সাঁতার।





ভারত চন্দ্র।

ফুলহার—কি বিচিত্র, অসূত্র-নিবদ্ধ, দীর্ঘ,
গাঁথিয়াছ চিত্ত-মুগ্ধকর!
গাথক চতুর তুমি, সুরভি কুসুম রাশি
করিয়াছ বিন্যস্ত সুন্দর।

ফুলে ফুল সমাশ্লিষ্ট, ফুলে তনু, ফুলে তুণ
ফুলে অঙ্গ-ভূষণ নির্ম্মিত,
ফুলে শয্যা, ফুলে কেশ চিক্কণ, সুগন্ধিযুত,
ফুলে আঁখি আবেশ-পূরিত!

ফুলের উরসে শোভে ফুলদল সমুন্নত
—মধুপূর্ণ বিকচ কমল,
ফুলে সৃষ্ট বাহুলতা— প্রেমাবেশে আকুঞ্চিত,
ফুলে স্ফীত নিতম্ব যুগল!

ফুলে কর্ণ—কর্ণিকার, ফুলে যুগ্ম, বক্র ভুরু,
ফুলে গণ্ড সিন্দূর-রঞ্জিত,
ঈষৎ কুঞ্চিত নাসা ফুলে স্নিগ্ধ সুবাসিত
কি সুন্দর রয়েছে চিত্রিত !

অধরে ফুলের হাসি প্রীতিময় ভাবময়,
ফুলে ফুল গিয়াছে মিশিয়া,
ফুল অর্ঘে ফুল দেবে পূজিতে হে কবিবর
ইষ্ট মন্ত্র গিয়াছ ভুলিয়া।

বসন্ত উষায় কোন্ অরুণ কিরণ স্পর্শে
সুপ্ত আত্মা জাগিল তোমার ?
গাইল বিহগ, প্রেমে প্রসূনে মধুপকুল
দিল শত প্রমোদ ঝঙ্কার ?

মলয় মৃদুল স্পর্শে প্রাতঃস্নাত কলেবর
করেছিল ঘন কণ্টকিত ?
হৃদয়ে উঠিল জাগি হে ব্রাহ্মণ শুদ্ধাচারী
মনমথ পুষ্পা-পরিবৃত ?

নব উন্মেষিত স্নিগ্ধ অনাঘ্রাত চূতফুলে
করেছিলে অর্চ্চনা তাহার ?
কোন্ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের কল্পনা প্রসূত তব
বিদ্যা—রতি, সুন্দর—কুমার ?

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা বিশুদ্ধ নিষ্ঠা,
কন্দর্পের আরতি বিধানে
দিতেছ অঞ্জলি তুমি, —গৈরিক প্রবাহ রসে
খরস্রোতে ছুটিয়াছে প্রাণে।

কামোদ্দীপ্ত প্রাণে তব বিদ্যা স্বপ্ন, স্মৃতি, ধ্যান,
আকাঙ্ক্ষার সিন্ধু বিধূনিত,
তীর্থ মালিনীর কুঞ্জ লীলাপূর্ণ, রসপূর্ণ
—পিককলে নিত্য-মুখরিত।

কামোদ্দীপ্ত চক্ষে তুমি চতুর্দ্দিকে দেখিতেছ
রূপ রাশি প্রক্ষিপ্ত উজ্জ্বল,
সরমে বিমান ছাড়ি শত চন্দ্র কার যেন
চুম্বিতেছে চরণ-যুগল।

কামোদ্দীপ্ত রসনায় রস যুক্ত কত কথা
কলকণ্ঠে হতেছে বাহির,
রুচির মাথায় বাজ—কে রোধিবে খরস্রোত
উচ্ছ্বসিত মহা পয়োধির ?

সম্ভোগ সম্ভব যদি কল্পনায়, তবে তুমি
রসময় রয়েছ প্লাবিত
আকণ্ঠ অমৃত-রসে উলঙ্গ, অধীর, মত্ত
ভাবে ভোর আবেশ পূরিত।

নায়িকার কোন অঙ্গ স্পৃহণীয় অলক্ষিত
রহে নাই অদৃষ্ট তোমার,
রহে নাই কোন ভাব নিগূঢ় অপরিস্ফুট
অনিন্দ্য আরাধ্য দেবতার।

সে কোথায় অন্তঃপুরে—উন্মেষিত যৌবনের
স্বপ্নময় সুরভি নিশ্বাসে
রহিয়াছে প্রস্ফুটিত, বাণবিদ্ধ কন্দর্পের
—শেল সম স্নিগ্ধ ফুলবাসে।

হীন তস্করের বেশে—কামান্ধ এতই তুমি
বিপ্রলুব্ধ, মর্য্যাদা-বর্জ্জিত—
পশিলে অলক্ষ্যে, আহা অলক্ষ্যে সে ললনার
করেছিলে চিত্ত কলুষিত!

সেথা কি ছিল না কেহ লজ্জার অঞ্জনে আঁখি
করিল না অন্ধ নিমীলিত?
সেথা কি ছিলনা কিছু সহস্র ধিক্কারে তীব্র
করিল না তোমায় লাঞ্ছিত?

সেথা কি ছিলনা শূন্য— শূন্যে সূক্ষ্ম বায়ুরাশি
অনিরুদ্ধ অদৃশ্য চঞ্চল
দেশে দেশে দিগন্তরে করিল না বিঘোষিত
কামুকের চাতুর্য্য তরল?

সেথা কি ছিলনা দিব্য দিবালোকে জ্যোতির্ম্ময়
সুসজ্জিত কক্ষ মনোহর,
চিত্রিত প্রাচীর দৃঢ় নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, স্থির
তোমার সঙ্কল্পে নিরুত্তর ?

ছিলনা আকাশ ঊর্দ্ধে, আকাশে দিগন্ত-স্পর্শী
শব্দ রাশি অনন্ত দুর্ব্বার ?
তোমার চিত্তের গূঢ় মন্ত্রণা কলুষপূর্ণ
বিশ্বরাজ্যে করিতে প্রচার ?

ছিল কিছু প্রকৃতির অন্তরালে অলক্ষিতে,
সর্ব্বসাক্ষী গূঢ় লুক্কায়িত
ঘোর প্রহেলিকা পূর্ণ ঘৃণিত ঘটনা রাশি
অকস্মাৎ হ'ল উদ্‌ঘাটিত।

নিয়ন্তার যে বিধানে বিশ্বরাজ্য নিরন্তর
নীতিসূত্রে আছে শৃঙ্খলিত,
সে বিধানে হয় জানি নিয়ম লঙ্ঘনকারী
নীতি চক্রে ঘোর নিষ্পেষিত।

দহে অগ্নি, প্লাবে বিশ্ব প্রলয় পয়োধি স্রোতে
সৃষ্টি স্থিতি করিতে রক্ষণ,
পতঙ্গ পড়িলে গ্রাসে কে কোথায় দেখিয়াছে
অবিক্ষত, উগারে দহন।

সুন্দর আবদ্ধ আজি ; প্রকৃতির প্রতিশোধ
জ্বলিয়াছে ঘরে ঘরে ঘরে,
কলঙ্ক-লাঞ্ছিত-চিত্তে গর্জ্জিছে কাতর রাণী
সুপ্তোত্থিত বিস্মিত অন্তরে।

কলঙ্কে গর্ব্বিত রাজা অভিমানে ক্রোধে, দ্বেষে
করিতেছে প্রলয় সাধন,
কলঙ্কে নগরে যেন প্রলয়-প্রারম্ভে ভীম
জ্বলিয়াছে তীব্র হুতাশন ।

সুন্দর কামের ধ্বজা নামাইয়া, ক্ষণতরে
বসিলেন কালী সাধনায়,
ভক্তের কাতর চক্ষে বহিল কপট অশ্রু,
অনুপ্রাস ঝরিল জিহ্বায় ।

লট পট খট মট অবিস্পষ্ট কত কথা
উচ্চৈঃস্বরে হ'ল নিনাদিত,
অন্তরে বিশুষ্ক মরু, বাহিরে ছলনাময়
উত্তপ্ত নিশ্বাস প্রবাহিত ।

ভয়ে ত্রাসে ভক্ত আজ কম্পিত, শঙ্কিত, ভীত
—কাপুরুষ করে আর্ত্তনাদ,
কৈলাসে কি কাত্যায়নী থাকিতে পারেন স্থির !
অকস্মাৎ গুণিল প্রমাদ ।

ঘটিল বিভ্রাট ঘোর ; ঘাতক উত্থিত হস্তে
রহিল নিস্পন্দ, ভীত, স্থির ;
কি দারুণ অবষ্টম্ভ ! উত্থিত কৃপাণ শূন্যে
আশীর্ব্বাদ বর্ষিল দেবীর।

কি বিদ্রূপ ! কি রহস্য ! ! ব্রাহ্মণ, এ ছলনার
প্রায়শ্চিত্ত নহে বুঝি দূর,
আত্মবঞ্চনায় বঙ্গে ব্রাহ্মণ পবিত্র শুদ্ধ
হারাইবে দেবত্ব মধুর।

ম্লেচ্ছ-বিতাড়িত দেশে ব্রহ্মত্বের প্রেতছায়া
করিবে স্বচ্ছন্দে বিচরণ,
তুমি তারি পূর্ব্বাভাষ —বিলাসের অট্টহাসি
প্রতিভার ভস্ম আচ্ছাদন।

পবিত্র এ হিন্দু জাতি আদর্শে জগতে ছিল
অভ্রভেদী হিমাদ্রি-শেখর,
তুমি দ্বিজ, বিজাতীয় শিক্ষায় অপরিশুদ্ধ
সঙ্কল্প-বিচ্যুত হীন নর।

পতিত এ হিন্দু জাতি সংযম নিষ্ঠায় ছিল
একদিন অজেয় মহান,
তুমি হীন অসংযত সম্ভোগ-লালসা-পূর্ণ
আকাঙ্ক্ষার উত্তপ্ত শ্মশান !

পতিত এ হিন্দু জাতি প্রাণের প্রকৃষ্টভাবে
ছিল কত উন্নত পূজিত,
পতিত এ হিন্দু জাতি জ্ঞানে প্রেমে জগতের
শীর্ষস্থান করিত ভূষিত।

হিন্দুর দাম্পত্য প্রেম কপোত-কপোতী-কুঞ্জে
মুখে মুখে করে সঞ্চারিত,
হিন্দুর দাম্পত্য প্রেম চক্রবাক চক্রবাকী
পদ্মবনে রাখে লুক্কায়িত।

হিন্দুর দাম্পত্য প্রেম আকাশে অরুণে জাগে
জাগে দূরে স্নিগ্ধ চন্দ্রমায়,
হিন্দুর দাম্পত্য প্রেমে কুমুদী পদ্মিনী জলে
জাগে কর দরশ তৃষায়।

হিন্দুর দাম্পত্য প্রেমে মেঘেতে বিজলী খেলে
বিজড়িত লতা সহকারে,
হিন্দুর দাম্পত্য প্রেমে ক্ষীণস্রোতা নির্ঝরিণী
খরস্রোতে মিশিছে সাগরে।

হিন্দুর দাম্পত্য প্রেম গঙ্গা যমুনার স্রোত,
প্রাণে প্রাণ রহিয়াছে মিশি,
অর্দ্ধ অঙ্গে অর্দ্ধ অঙ্গ —দিবসের অঙ্কে যেন
স্বপ্নব্যাপ্ত জ্যোৎস্নাময়ী নিশি।

হিন্দুর দাম্পত্য প্রেম . জ্বলন্ত অনল শুদ্ধ
কত সুখ পুড়িতে, মরিতে,
একের নিন্দায় প্রাণ অপরে উৎসৃজে, প্রেমে
ডুবে থাকে আকণ্ঠ অমৃতে।

হিন্দুর দাম্পত্য প্রেমে প্রমত্ত পাগল হর
হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসে,
দেশে দেশে দিগন্তরে কি মহান্ সাধনায়
ফিরিতেছে বিরহ-হুতাশে!

আরাধ্য দেবতা স্কন্ধে —গলিত স্খলিত তনু,
ঝরিতেছে স্নিগ্ধ রূপরাশি,
আরাধক কি বিভোর প্রেম ব্রত-উদ্‌যাপনে
—কি কঠোর ব্রত সর্ব্বনাশী!

হিন্দুব দাম্পত্য প্রেমে যৌবনে যোগিনী উমা
কার যেন দরশ লাগিয়া,
অশ্রু-স্নাত-চক্ষে—পদ্ম শিশিরে বিধৌত যেন,
দিবা নিশি রয়েছে জাগিয়া।

আবেশে অলস আঁখি হ'লে অন্ধ নিমীলিত
অকস্মাৎ জাগে সে কান্দিতে,
'কোথা যাও নীলকণ্ঠ' কাতরে কহে সে ডাকি
সখীগণে আলিঙ্গি চকিতে।

সে বিরহে—সে মরুর প্রতপ্ত নিশ্বাসে বনে
ঝরে পত্র শুষ্ক, বিগলিত,
সে মিলনে—বসন্তের নব অভ্যুদয়ে বুঝি
ফুলদল হয় বিকশিত।

বিরহ মধুর—প্রেম মিলনে মধুরতর,
কি মধুর আত্মবিনিময়!
সে প্রেমে—এতই তুমি ক্ষুদ্র, শুধু দেখিয়াছ
ক্ষুদ্রত্বের ক্ষুদ্র অভিনয়!!

প্রেমের আদর্শে যিনি পরিপূজ্য দেবতার
গৃহে তার বাঁধিল কোন্দল,
স্বামি-নিন্দা, ফুল সম হৃদে যার শেলাঘাত
সে পার্ব্বতী মুখর, চঞ্চল!

পতিনিন্দা নহে মৃত্যু নহে পাপ, বজ্রানল,
স্তুতি তাহা শ্রুতি মুগ্ধকর,
'কুচুনি' প্রসঙ্গ নহে অশিষ্ট, অলীক, তুচ্ছ
লীলারসে আপ্লুত সুন্দর!

কি আর বলিব দ্বিজ, আদর্শ মলিন হ'লে
সে জাতির নিশ্চয় পতন,
ভুঞ্জিতেছে সেই পাপে বাঙ্গালী দুর্গতি এত
ভগ্নচূড় শেখর যেমন।



খনা

নহে রূপ—রূপ প্রভা নহে এত দূরস্পর্শী
নিষ্কাম নির্ম্মল স্থির শীতল অক্ষয়,
নহে কান্তি কমনীয় অনিন্দ্য সুষমারাশি
—কামের পুষ্পিত শয্যা স্নিগ্ধ লীলাময়—

নহে প্রীতি,—উদ্‌ভ্রান্তের বিক্ষিপ্ত চেতনাজাল
রহে যাহে ওতপ্রোত অশান্ত অধীর,
নহে যৌবনের গর্ব্ব স্বপ্নময় সুখময়,
অনন্ত উচ্ছ্বাস-পূর্ণ অজেয় গভীর—

বিলোল কটাক্ষ নহে সচঞ্চল জ্যোতির্ম্ময়,
নহে কণ্ঠ কমনীয় পীযূষ-পূরিত,
নহে কিছু পৃথিবীর আকর্ষণ সুমধুর
করিয়াছ বিশ্ব যাহে বিস্ময়-প্লাবিত—

তবে কেন এত প্রীতি শ্রদ্ধা ভক্তি যুগপৎ
তোমার স্মৃতিতে হয় অজস্র ক্ষরিত ?
তবে কেন নিশি দিন কণ্ঠে কণ্ঠে ভারতের
তোমার পবিত্র নাম হয় সঙ্কীর্ত্তিত ?

তবে কেন অতীতের ছায়াপথ অনুসরি
তোমার অনিন্দ্য মূর্ত্তি যাহে নিরখিতে
অশ্রুভারাক্রান্ত আঁখি, চাহে শির অবনত
তোমার চরণতলে অজস্র লুঠিতে ?

তবে কেন আজি ঘোর নিবিড় তমসাচ্ছন্ন
ভারতের ইতিহাসে—কি সুখ স্বপন !
মনে হয় কি অচিন্ত্য তোমার স্মৃতিতে যেন
হইবে সুদূরস্পর্শী প্রলয় সাধন ?

নারীধর্ম্ম, কি পবিত্র কি মহান্ ! পুণ্যকর !
অহর্নিশ আত্মোৎসর্গ, ত্যাগ, বিসর্জ্জন
ভারতে ললনাকুল প্রেমের কঠোর যজ্ঞে
দিতেছে কুসুমাঞ্জলি নীরবে কেমন !

প্রতিদিন ঊষালোকে প্রভাতের শুক তারা
দেখে তার পুণ্যময় ব্রত-অনুষ্ঠান,
প্রতিদিন অংশুমালী সর্ব্বভুক্ বহ্নিসহ
মধ্যাহ্নে সে মহাযজ্ঞে করে অর্ঘ্য দান ;

প্রতিদিন সন্ধ্যালোকে ধূপদীপসমন্বিত
আরতি, প্রতিষ্ঠা গৃহে হয় অনুষ্ঠিত,
প্রতি নিশি চন্দ্রালোকে রুগ্ন ব্যথিতের ঘরে
দেখে তারে শুশ্রূষায় আছে জাগরিত;

প্রতিজন শোক তপ্ত দেখে তার অশ্রুজলে
জগতের যত দুঃখ যেতেছে ভাসিয়া
প্রতি ক্ষীণ কণ্ঠ সহ তাঁহারি করুণ কণ্ঠ
ধাতার চরণ স্পর্শে বিমান ভেদিয়া।

প্রাণের দেবতা সে যে প্রাণের মন্দিরে রহে
নিকটস্থ, প্রীতি-পুষ্পে অর্চ্চিত, পূজিত,
তাই বুঝি ভারতের ঘরে ঘরে ললনার
হৃদয় মন্দির প্রেমে রহে উচ্ছ্বসিত।

আনন্দ নির্ম্মল ঘন ভাসে চন্দ্র-নিভাননে
আনন্দে অধরে কত লহরী জাগায়,
আনন্দ আঁখির কোণে নীরবে অশ্রুতে ঝরে
আনন্দে মন্থর গতি মরালে শিখায়।

এ জনমে যাহা কিছু সম্পদ্ বিপদ সুখ
সকলি যে আশীর্ব্বাদ বিশ্ব নিয়ন্তার,
জন্মান্তরে দাস্য ভাব রহে চিত্তে জাগরিত
কাতরে সে ভিক্ষা চাহে চরণে তাঁহার।

জননী, ভগিনী, জায়া— কত পুণ্যফলে যেন
ছিল ভাগ্যে এত সুখ, আনন্দ নির্ম্মল,
জননী ভগিনী জায়া— মনে হ'লে ভামিনীর
খরস্রোতে বহে অশ্রু উত্তপ্ত তরল।

জননী, ভগিনী, জায়া— না ছিল অদৃষ্টে যাঁর
রমণীর অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য পালন,
ধিক্ তারে, অঙ্গনার কুলে সে কলঙ্কপূর্ণ
নাহি চাহে দেখাইতে শঙ্কিত আনন।

পুণ্যপ্রদ সাধনায় জীবন যেতেছে বহি
সুখে দুঃখে চিরদিন নীরবে কেমন,
সুখে দুঃখে চিরদিন অধরে বিহরে হাসি
দুশ্চর তপস্যাপূর্ণ রমণীজীবন।

তুমি সে ললনা কুলে কি বিচিত্র চন্দ্র-লেখা
করিতেছ বিভাসিত ভারত-গগন,
কথায় অমৃত, পুণ্য স্মৃতিতে অক্ষয় নিত্য
প্রশান্ত প্রবাহে বিশ্বে ঝরে অনুক্ষণ।

প্রতিভা তরলস্নিগ্ধ বাসন্তী জ্যোৎস্নার মত
করিয়াছে স্নিগ্ধোজ্জ্বল জীবন তোমার,
অন্তর-নিহিত শুদ্ধ জ্ঞানের আলোকরাশি
খুলিয়া দিয়াছে চিত্তে অমৃত-ভাণ্ডার।

তোমার নয়নে বিশ্ব —প্রেমের পবিত্র স্বর্গ,
তোমার অন্তরে স্নিগ্ধ প্রীতি সঞ্চারিত,
তোমার বাসনা উচ্চ অনন্ত বিমানসম
তোমার সঙ্কল্প দৃঢ়, বিশুদ্ধ, বিহিত।

নীলিম আকাশে, দূরে, অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ
জ্যোতির্ম্ময়, ফোটে উঠে, নিমিষে লুকায়,
তোমার কল্পনা রাজ্যে কেনগো প্রলয় ঘটে
প্রেমের নির্ঝর বহে নয়ন ধারায় ?

চাহি ঊর্দ্ধে অপলক নীরবে সুদূর শূন্যে
কি যেন বিচিত্র লীলা কর বিলোকন,
কি যেন বন্ধন-সূত্রে গ্রথিত রয়েছে বিশ্ব
অনন্ত, বিচ্ছিন্ন, স্থির শক্তি-নিকেতন !

অচিন্ত্য ঘটনারাশি —কি সুন্দর বিশ্লেষণ
করি যত্নে সমন্বয় প্রত্যক্ষ আঁখির,
কি যেন নিগূঢ় সত্য প্রচারিত বিশ্ব মাঝে
গুণিছ বালুকারাশি ভব-জলধির !

প্রতি পরমাণু পুঞ্জে সৃষ্টির অনন্তলীলা
হয় কত প্রতিভাত সুস্পষ্ট সুন্দর,
আকণ্ঠ ডুবিয়া যেন করিতেছ অনুভব
ঝরিতেছে প্রাণে তাই সুধার নির্ঝর।

এত ভাব হে ললনে, এত কথা প্রাণে যার
অহর্নিশ যুগপৎ হয় সমুদিত,
দেবতা সে নিষ্কলঙ্ক ; হৃদয়-মন্দির তাঁর
স্রষ্টার চরণে হয় নিত্য উৎসর্গিত।

এত সূক্ষ্ম চিন্তা, দৃষ্টি—তীক্ষ্ণ এত রমণীর
চিত্ত বিশোধিত, বুদ্ধি মার্জ্জিত নির্ম্মল,
হায়রে ভারত তোর শ্মশানে নিশীথে আজ
দেখিতেছি দূরে কত নক্ষত্র উজ্জ্বল।

সে দিন কোথায় গেছে— অন্তরনিবিষ্ট শুদ্ধ
ঋষিগণ-পরিবৃত প্রশান্ত কানন,
সে দিন কোথায় গেছে— পুণ্য-শ্লোক মহাব্রত
রাজর্ষি-সেবিত রাজ্য ধর্ম্ম নিকেতন।

সে দিন কোথায় গেছে— সংযত পবিত্র শুদ্ধ
পাপস্পর্শ-পরিশূন্য সমাজ প্রবল
সে দিন কোথায় গেছে— যোগবল পরাক্রান্ত
আর্য্য-প্রতিভায় পূর্ণ হিমাদ্রি অচল।

সে দিন কোথায় গেছে,— যে দিন গৃহস্থ-বধূ
অন্তরালে একাকিনী তোমারি মতন,
জ্ঞান-গরিমায় পূর্ণ বিশ্বহিতে অনুদিন
গভীর চিন্তার স্রোতে থাকিত মগন !

সে দিন কোথায় গেছে ! রয়েছে পশ্চাতে তার
দুঃখ-স্মৃতি অশ্রু-সিক্ত ভস্ম আচ্ছাদন,
রয়েছে কলঙ্ক রাশি, শত চান্দ্রায়ণে যেন
—হইবেনা কভু তার বিলুপ্তিসাধন।

রোহিণী বিলাসময়ী বিমানে সে রূপজ্যোতিঃ
বসুধা-বিপ্লাবী আর করেনা বিস্তার,
কৃত্তিকা ভরণী ম্লান বিষাদে, মরম দুঃখে
নাহি সহে প্রাণে প্রাণে সহস্র ধিক্কার।

নীরব নিস্পন্দ স্থির নাহি জাগে জ্যোতির্ম্ময়
সুনীল অকাশে তারা ধ্রুব সমুজ্জ্বল
নাহি জাগে বেষ্টি তারে স্বাধ্যায়-নিরত ধীর
মহিমা মণ্ডিত শুদ্ধ সপ্তর্ষি মণ্ডল !

প্রভাতের শুকতারা নাহি রহে প্রস্ফুটিত
অনন্ত উন্মুক্ত শান্ত সুনীল অম্বরে
ঊষার প্রস্ফুটালোকে নাহি হয় উদ্ঘাটিত
পবিত্র স্বর্গের দ্বার তরুণ ভাস্করে।

প্রাণময়ী, সেই বিশ্ব, তোমার নয়ন পথে
কি স্বর্গ খুলিয়া দিত অনন্ত বিস্তার
কি অজ্ঞেয় প্রেম রসে হ'ত চিত্ত পরিপ্লুত
দেখিতে সর্ব্বত্র লীলা বিশ্বনিয়ন্তার ?

তীক্ষ্ণ স্থির দূরস্পর্শী মর্ম্মভেদী দৃষ্টি তুমি
চারিদিকে সঞ্চালন করিতে যখন,
প্রকৃতি আপনি ভয়ে সরমে খুলিয়া দিত
অন্তর-নিহিত গুহ্য রহস্য নূতন!

অনন্ত বিমানে দূরে বিচ্ছিন্ন অলকারাশি
কি সুন্দর স্তরে স্তরে হ'ল বিধূনিত!
বহিল মার্ত্তণ্ড, কভু প্রচণ্ড, ঘূর্ণিত কভু
কভু শান্ত মৃদুগতি, কভু উচ্ছ্বসিত।

গৃহকোণে, অন্তরালে নীরবে অজ্ঞাতে তুমি
অলৌকিক দৈববাণী করিলে প্রচার,
শূন্যস্থিত বারিবাহ হবে শীঘ্র ভূপতিত,
বাঁধ আলি হে কৃষাণ হ'ও আগুসার।

মনুষ্যের ভবিষ্যত্ চির দিন বর্ত্তমান
মনুষ্যের দৃষ্টি পথে, অজ্ঞানে মানব
অন্ধ, মূঢ় পথভ্রান্ত অবিদ্যায় আত্মহারা,
আবিষ্কার করে কত গোষ্পদে অর্ণব।

অন্তর-নিহিত দৃষ্টি কি প্রখর মর্ম্মস্পর্শী
খুলে দেয় চারিদিকে জ্ঞানের ভাণ্ডার,
বিজ্ঞান, দর্শন, শাস্ত্র হ'ত স্বপ্নে পরিণত
না থাকিত দৃষ্টি, নাহি হ'ত আবিষ্কার।

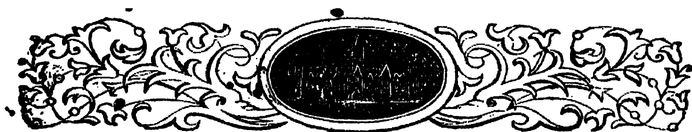
অন্তর-নিহিত দৃষ্টি ললনার স্বপ্নময়
জীবন সুন্দর স্বচ্ছ করে উদ্ভাসিত,
অন্তর-নিহিত দৃষ্টি অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশি
প্রকৃতির স্তরে স্তরে দেখে লুক্কায়িত।

একে রমণীর প্রাণ নবনীত সুকোমল
জ্ঞান-রশ্মি যদি তাহে হয় বিকসিত,
অমল তুষার যেন তরুণ অরুণস্পর্শে
হয় ভক্তি পরিপ্লুত, স্নিগ্ধ তরলিত।

হৃদয় অমৃত সিন্ধু রমণীর—বিদুষীর
মার্জ্জিত পবিত্র স্বচ্ছ নির্ম্মল সুন্দর,
প্রীতিময়, ভাবময় উন্মুক্ত, উচ্ছ্বাসপূর্ণ
অনন্ত অতলস্পর্শ শান্ত স্নিগ্ধকর।

হৃদয় দর্পণে তার হয় নিত্য প্রতিভাত
অনন্ত ঐশ্বর্য্যপূর্ণ এ বিশ্ব মন্দির,
জ্ঞানে প্রেম, প্রেমে ভক্তি, তারপর তন্ময়ত্ব,
রমণী অমৃত বুঝি তব জলধির।





শঙ্করাচার্য্য।

জীবন অচিরস্থায়ী নলিনীর পত্রস্থিত
জলবত্ স্থিতিহীন, নশ্বর, চঞ্চল,
জীবন—কালের স্রোতে তরঙ্গ অস্থির-গতি,
পলে পলে নিঃশেষিত হতেছে কেবল।

আঁধার নক্ষত্রময়ী যামিনীর মধ্য ভাগে
অকস্মাত্ স্থানচ্যুত তারকা যেমন
নিবিড় তিমিরগর্ভে হয় বেগে অন্তর্হিত,
না রহে পশ্চাতে তার কোন নিদর্শন,

অথবা বসন্তে, সুখে কুসুমিত, পল্লবিত
নিবিড় নিকুঞ্জে, কোন পিক কুহুস্বরে
কানন ধ্বনিত করি লুকায় নিমেষে পুনঃ
প্রগাঢ় নিবিড়তম অটবী ভিতরে,

কিম্বা জল-বিম্ব যেন অতি ক্ষুদ্র সংখ্যাতীত
নিমেষে উদ্ভূত হ'য়ে সাগর-শয্যায়
নিমেষে বিচিত্রলীলা করি শেষ, অভিনীত
কোথায় জন্মের মত পলকে লুকায়।

এ স্বপ্ন, এ মায়ামোহ সৃষ্টির রহস্য আদি
ইচ্ছা হয় উদ্ঘাটন করি কতবার
বিফল প্রয়াস, আহা! অশ্রুপূর্ণ আঁখি তুলি
দেখি শুধু আঁধারের পশ্চাতে আঁধার।

হয় চিত্ত অবসন্ন বিষাদে কাতর ম্লান
নৈরাশ্যের মহা সিন্ধু হয় উৎক্ষোভিত,
সন্ত্রাসে, আতঙ্কে, ভয়ে চেয়ে দেখি এ সংসার
অসার মৃৎপিণ্ডবৎ, দুঃখে কণ্টকিত।

বিজ্ঞান দর্শন আদি কোথায় পড়িয়া রহে,
মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি হ'ল পরাজিত,
দুর্ব্বার পিপাসা কিন্তু দহিতেছে অন্তস্তল
অশান্তির দাবদাহ হ'ল প্রজ্বলিত।

বিলাসের সম্ভোগের চারিদিকে কত কিছু
দিন দিন আবিষ্কৃত হ'তেছে নূতন
মহাতত্ত্ব আজ(ও) কেন রহিল রহস্যপূর্ণ
অজ্ঞাত, সুগুপ্ত কিন্তু চির পুরাতন।

স্থষ্টির প্রথম হ'তে অদ্যাপি মনুজ কত
মরুময় প্রাণে এই তৃষ্ণা দুর্নিবার
কাতরে, বিষাদ-ভরে বহিতেছে অহর্নিশ
উঠিতেছে বিশ্বপূর্ণ নিত্য হাহাকার।

কোথা হ'তে এসেছিল কোথায় যাইতে চাহে
কি যেন রয়েছে প্রাণে প্রচ্ছন্ন তিয়াষ,
এ ধরার কিছুতেই না হয় তা নির্ব্বাপিত
কি অনন্ত সুধাপানে সতত প্রয়াস।

অপূর্ণ সংসারে কারো নাহি হয় সাধ পূর্ণ,
গণ্ডূষে পিপাসা কারো না হয় বারণ,
অনন্ত আত্মার সাধ মিটাইতে চাই কিছু
অনন্ত মহিমাময় সম্পূর্ণ সাধন।

অনন্ত কালের স্রোতে ইচ্ছা হয় সাঁতারিতে,
অনন্ত ধরিত্রী চাহি ক্রীড়ার প্রাঙ্গণ,
অমরত্ব চাহি, চাহি অনশ্বর সহচর,
অনন্ত পিপাসা তবে হয় নিবারণ।

তৃপ্তি যদি না ঘটিবে, তবে কেন এ পিপাসা,
এ দারুণ দাবদাহ হ'ল প্রজ্বলিত,
মৃত্যুর অধীন দেহ অমৃতে আত্মার সাধ,
অর্দ্ধধ্বংসশীল, অর্দ্ধ চির-সঞ্জীবিত।

জানিনা, বুঝিনা কিছু, তবে এই মাত্র বুঝি
কিছুতে মিটেনা সাধ বিশ্ব-বিপণিতে,
হ'ক যত মধুময় স্বপ্ন; তবু স্বপ্ন তাহা,
স্বপ্নে যে বিহ্বল চিত্ত জাগে সে কান্দিতে!

এ মায়া-প্রপঞ্চ ঘোর নিঠুর ছলনাময়,
হে সূরি, ত্রিকালজয়ি, চাহিলে মুদ্গারে
ভাঙ্গিতে, ধরার দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ যার
নীরবে তাঁহার অশ্রু ধরাতলে ঝরে।

সে চাহে হৃৎপিণ্ড দিয়া সংসারের যত দুঃখ
উপদ্রব জ্বালাময় করে বিদূরিত,
কথা তার মর্ম্মস্পর্শী নিঃস্বার্থ সরল শুদ্ধ
চিত্ত অনাবিল শান্ত মহিমামণ্ডিত।

মর্ম্মের কাহিনী যত করিবে মরম স্পর্শ
অশ্রুপাতে অশ্রু বিন্দু করে আকর্ষণ,
সমবেদনায় বিশ্ব হয় দৃঢ় শৃঙ্খলিত,
আত্মায় আত্মায় ঘটে দুশ্ছেদ্য বন্ধন।

কোথা, কোন্ দূর দেশে কোন্ পুণ্যময় যোগে
প্রাণের আবেগে তুমি করিলে ক্রন্দন,
এতদূরে, হেথা এসে, উথলিত সে উচ্ছ্বাস
অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শিল কেমন।

হে সুধি, এ ধরাধামে   এ দুস্তর মহার্ণবে,
সজ্জন-সঙ্গতি বিনা নাহি গতি আর,
কি প্রেম আনন্দঘন   সম্ভোগি সংসর্গে তব,
ভগ্ন প্রাণে হয় কত আশার সঞ্চার !

আজীবন অশ্রু-স্রোতে   ভাসিয়া এসেছি, তবু
মনে হয় এ সিন্ধুর আছে বেলা-ভূমি,
মনে হয় একদিন   প্রশান্ত অরুণালোকে
সে দেশ স্বপনময় হবে নেত্রগামী।

মনে হয়, ধীরে ধীরে   তরঙ্গ-তাড়িত-দেহ
সে পারে সৈকত-স্পর্শ করিবে যখন,
স্বর্ণময় সিক্ত রেণু   গৈরিক মাখিবে অঙ্গে,
মধুর মলয় শিরে করিবে ব্যজন।

বৈতালিক গাহি কত   বিহগ সরস কণ্ঠে
ঢালিবে শ্রবণ পথে অমৃত নির্ঝর,
মৃত সঞ্জীবনী স্পর্শে   জাগিবে সুষুপ্ত প্রাণ,
দেখিব আলোক-রাজ্য অদূরে সুন্দর।

সে জ্যোতিঃ বড়ই স্নিগ্ধ,   মেঘ-বিরহিত যেন
পূর্ণিমায় চন্দ্ররশ্মি, অথচ উজ্জ্বল,
সেথায় দেবতাকুল   তেজঃপুঞ্জ, সুপ্রসন্ন
আদরে আহ্বানে পান্থে কাতর, দুর্ব্বল।

তাঁদেরি আশিষে হয় চির-অন্ধ চক্ষুষ্মান্
বধির শ্রবণ-সুখ লভে নিরমল,
গাহে গীত চন্দ্র তারা, শূন্য পথে বীণাধ্বনি
অধীর পথিকে করে চকিত চঞ্চল।

এ পারে সন্তাপরাশি বিষদিগ্ধ, দুর্ব্বিষহ,
ও পারে বিশুদ্ধ শান্তি, অপূর্ব্ব বিধান!
এখানে অতৃপ্তি, সেথা চিরতৃপ্তি সুমধুর
এখানে অনলকুণ্ড, সেখানে নির্ব্বাণ।

এখানে বিদ্বেষবুদ্ধি কুটিল কলুষপূর্ণ
সে দেশে সকলি যেন সরল সুন্দর,
এখানে সঙ্কট, ভয় নৈরাশ্যের দাবদাহ,
আশার আলোক সেথা বিশ্বাসে নির্ভর।

ইচ্ছা হয় হে শঙ্কর উড়িতে বিমান-পথে
সে দেশ উদ্দেশ করি নিদেশে তোমার,
ভীম ভবার্ণব দেখি হয় চিত্ত ক্ষুব্ধ, ভীত,
এপথে, জেনেছি, মাত্র তুমি কর্ণধার।





ব্যাস।

আসিয়াছি বহু দূর পথশ্রমে পরিক্লান্ত,
সম্মুখে বিস্তীর্ণ মরু প্রচণ্ড প্রখর,
পশ্চাতে জ্বলিছে ধূ ধূ শ্মশান—স্মৃতির চিহ্ন,
মস্তকে অনল-বর্ষী মধ্যাহ্ন ভাস্কর।

চিত্ত অবসন্ন, কণ্ঠে তৃষ্ণা দুর্ব্বিষহ, তুমি
বিস্তীর্ণ বিটপি-সম দাঁড়ায়ে হেথায়
কেন? কোথা হ'তে এসে চির পরিচিত যেন
ঢালিতেছ প্রেমামৃত সন্তপ্ত হিয়ায়।

আমার প্রাণের ব্যথা, জয় পরাজয় যুদ্ধে,
তোমার কণ্ঠেতে কেন হইল নিঃসৃত?
ভবিতব্য কেন তুমি নির্ম্মল মুকুরে যেন
আমার নয়ন-পথে করিলে চিত্রিত?

ভয়, লজ্জা, অনুতাপ সাহস, নির্ভর, বল
যুগপত্ কেন চিত্তে দিলে জাগাইয়া ?
বজ্রনাদে কেন বল ঘুম ঘোর ভেঙ্গে দিলে ?
অশ্রুর প্রবাহে বক্ষ দিলে ভাসাইয়া ?

কর্ম্ম ফল মানবের অনন্ত অখণ্ডনীয়
নিয়তির চক্র কর্ম্ম করে নিয়ন্ত্রিত,
বুঝিয়াছি সুখ দুঃখ, কর্ম্ম পথে জগতের
অলঙ্ঘ্য নিয়মে কোন হয় আবর্ত্তিত।

কর্ম্মে প্রাণ, কর্ম্মে মুক্তি কর্ম্মে সুখ নিরমল,
কর্ম্মে শান্তি, সুমধুর আনন্দ গভীর,
কর্ম্মে জীব হয় যদি পতিত, ঘৃণিত, তুচ্ছ,
কর্ম্মে তার প্রায়শ্চিত্ত রহিয়াছে স্থির।

অনন্ত নিখিল বিশ্ব কর্ম্মের সঙ্গীতে পূর্ণ
মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবাহিত অমৃত উচ্ছ্বাস,
চারিদিকে আবর্ত্তিত কি কর্ম্মের মহাচক্রে,
কর্ম্মময় পৃথিবী কি শান্তির নিবাস !

অনন্ত বিস্তৃত নীল ঊর্ম্মিময় মহাসিন্ধু,
কি সুন্দর কর্ম্মক্ষেত্র মহিমা-মণ্ডিত !
অনন্ত আকাশে দূরে জ্যোতির্ম্ময় প্রভাকর
কি মহান্ কর্ম্মব্রত করে উদ্‌যাপিত !

প্রচণ্ড ঝটিকা গর্জ্জে কি মহান্ কর্ম্মোচ্ছ্বাসে
জগতের কত হিত করে সংসাধন,
বিদ্যুৎ-বিধ্বস্ত-মেঘে কি কর্ম্মের স্রোত বহে,
বজ্রনাদে কি সুন্দর কর্ম্ম-নিদর্শন!

নির্ঝর নির্ম্মল মুক্ত, কুলু কুলু কুলু স্বনে
কর্ম্মের সঙ্গীতে প্রাণ করে বিচলিত,
অনিলে, অনলে কর্ম্ম কর্ম্ম চন্দ্র তারকায়,
সুরভি কুসুম-রেণু কর্ম্মে জাগরিত।

নির্লিপ্ততা কর্ম্ম-যজ্ঞে মহান সঙ্কল্প যাঁর,
কর্ম্ম ফল বিধাতায় যে করে অর্পণ,
কি শান্তি, মহিমা, প্রেম, কি অমৃত চিরন্তন
প্রাণে প্রাণে অহর্নিশ ঝরে অনুক্ষণ!

হ'ক যত ক্ষুদ্র কর্ম্ম বিস্তীর্ণ সংসারে তার
আবর্ত্ত সংঘর্ষ হয় নিত্য ব্যবস্থিত,
কর্ম্মে সৃষ্টি, কর্ম্মে পুনঃ প্রলয়-সংহারনীতি
কর্ম্মহীন প্রাণহীন অধর্ম্মে পতিত।

মহাসমুদ্রের বক্ষে সামান্য উপলখণ্ড
কর যদি বিনিক্ষেপ, আবর্ত্ত নূতন
হিল্লোলে হিল্লোলে বহি —ক্ষীণতর, ক্ষীণতম
করিবে সৈকত স্পর্শ সুদূরে কেমন?

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আমি কত ক্ষুদ্র অকিঞ্চন,
বিস্তীর্ণ জলধি-গর্ভে ক্ষুদ্র বালু সম,
কি সৌভাগ্য, ক্ষুদ্র শক্তি করি যদি বিনিয়োগ
বিশ্বরাজ্যে বিপর্য্যয় ঘটে অনুপম ?

যে মহান নীতি-চক্রে হয় বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত
সে চক্র-নেমির আমি ক্ষুদ্র বালুকণা,
আমা হ'তে মহাসিন্ধু হয় যদি আলোড়িত,
আমি ক্ষুদ্র ? কর্ম্ম-মোর অসার কল্পনা ?

আমার 'আমিত্ব' নহে পদ্ম-পত্র-স্থিত ক্ষুদ্র
বারিবিন্দু স্থিতিহীন চঞ্চল নশ্বর,
অমরত্ব চিরন্তন আত্মার স্বভাব মোর
অনন্ত আমার শক্তি অমিত প্রখর।

অনন্ত কালের সিন্ধু অনন্ত ঐশ্বর্য্য পূর্ণ,
আমি তার কাল-বক্ষে নীল-ঊর্ম্মিময়
ভাসিতেছি অহর্নিশ, অনন্ত লহরী পূর্ণ
কালস্রোত প্রবাহিত হতেছে অক্ষয়।

অনন্ত সলিলে তার কখনো তরঙ্গোচ্ছ্বাস,
কখনো আবর্ত্তলীলা নেহারি ভীষণ,
মনে হয়, ভয়াবহ প্রলয় নিকটে বুঝি
আসমুদ্র চরাচর হ'ল নিমগন।

আবার কি ইন্দ্রজাল, কাহার ইঙ্গিতে যেন
উচ্ছ্বসিত সিন্ধু হয় প্রশান্ত, নিশ্চল,
ঝটিকা প্রচণ্ড, যাঁর সাধু ইচ্ছা সঙ্কল্পিত
ঝটিকার পরে শান্তি তাঁহারি কৌশল।

জগতের হিতকল্পে —কাহার না ঝরে অশ্রু
কর্ম্মযজ্ঞ নেহারিলে এমন নিষ্কাম ?
সর্ব্বভূত-হিত-কর্ম্ম, কে তুমি ? প্রণমি দেব,
যে জন এ দিব্য মন্ত্র করিলে প্রদান !

ভক্তির বিমল উৎস হৃদয়ে উঠিল জাগি,
দেখিতেছি বিশ্বে লীলা বিশ্ব-নিয়ন্তার,
দেখি প্রেমে আত্মহারা শ্যামলা-ধরিত্রী যেন
দিতেছে কুসুমাঞ্জলি চরণে কাহার !

নভোনীলিমায় দূরে অনন্ত নক্ষত্র পুঞ্জ
কাহার মহিমা যেন করে সঙ্কীর্ত্তন,
কার যেন প্রেমময় প্রতিভা-মণ্ডিত-মূর্ত্তি
অনুদিন বিশ্বরাজ্যে কে করে পূজন।

কুসুমিতা লতিকায় তাঁরি প্রেম অভিব্যক্ত
মলয় উচ্ছ্বাসে তাঁরি প্রীতি সঞ্চারিত,
অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী পুষ্পিতা প্রকৃতি যেন
তাঁরি কণ্ঠে বরমাল্য দিতেছে সজ্জিত।

আমি ক্ষুদ্র অকিঞ্চন, বদ্ধ জীব, কলুষিত,
তিনি মুক্ত পরাৎপর ব্রহ্ম সনাতন,
আমি তাঁর পদরেণু তাঁরি প্রেমে পবিত্রিত,
আমি ক্রীড়নক, তিনি ক্রীড়া-পরায়ণ !

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কি বিচিত্র রঙ্গভূমি
আমি অভিনেতা তুচ্ছ, সজ্জিত ভূষিত,
তাঁহারি সঙ্কল্প সাধু, জগতের হিতকর
তাঁরি নীতি চক্রে নিত্য হ'তেছে সাধিত।

আমি অন্ধ মূঢ়, তিনি— পূর্ণজ্ঞান পরাৎপর
আমি হীন, তিনি উচ্চ হিমাদ্রি অচল,
আমি সঙ্কুচিত, তিনি প্রশান্ত, উদার-চিত্ত
আমি কলুষিত, তিনি শুদ্ধ, সুনির্ম্মল।

সঙ্কল্পবিহীন আমি চঞ্চল, সন্দেহ-পূর্ণ,
তিনি স্থির নিষ্কলঙ্ক সাধু ইচ্ছাময়।
আমি আমি, তিনি তিনি ; আমাতে তাঁহাতে এত
প্রভেদ পর্ব্বত সম উত্তুঙ্গ অক্ষয়।

মধুর পার্থক্য আহা প্রাণের দেবতা তিনি
কাছে থেকে দূরস্থিত দুর্লভ দর্শন,
আমি কলুষিত, তাঁরে দূরে থেকে অহর্নিশ
ভক্তি স্নাত বনফুল করিব অর্পণ।

দূরে থেকে তিনি অতি নিকটস্থ বন্ধু সম,
ক্লান্ত-শিরে স্নেহ-বাহু করি প্রসারিত,
কি সৌভাগ্য, যত জ্বালা উপদ্রব দুর্বিবষহ,
করিবেন নেত্র-নীরে শান্ত প্রক্ষালিত।

তিনি ফুল্ল অরবিন্দ, আমি মত্ত মধুকর,
মকরন্দ-লোভে লুব্ধ হৃদয় বিকল ;
সুদূর-বিশ্রুত তিনি বংশীধ্বনি সুমধুর
প্রমত্ত কুরঙ্গ আমি চকিত চঞ্চল।

এই বুঝি দ্বৈতবাদ ; দ্বৈপায়ন কি মধুর
গীতা-ধর্ম্ম এ জগতে করিলে প্রচার,
ঋষির অদ্বৈত ধর্ম্মে দেখিতেছি কি সুন্দর
দ্বৈত-তত্ত্ব প্রচারিত রয়েছে আমার।

কর্ম্মহীন ভারতের গীতা ধর্ম্ম সনাতন,
পতিত উদ্ধার ব্রত গীতায় কীর্ত্তিত,
গীতা মুক্তি, গীতা শক্তি গীতা গতি পরমার্থ,
কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ গীতায় নিহিত।

হিংসা-দ্বেষ-বিমলিন বিচ্ছিন্ন ভারতে আজ,
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় হ'তেছে গীতায়,
গীতা রাজনীতি ক্ষেত্রে কি অপূর্ব্ব মহাগ্রন্থ,
ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে গীতাই সহায়।

জাগিল বিস্মৃত স্বপ্ন ; মহাভারতের কথা
বিচ্ছিন্ন ভারতে কি হে সম্ভবে আবার ?
বিপ্লবের অন্তরালে —মহামিলনের ক্ষেত্র ;
প্রলয়ে—সৃষ্টির তত্ত্ব, অনন্ত অপার ?

যে ভীষণ দাবদাহ চারিদিকে দেখিতেছি
প্রধূমিত, যুগপত্—কে বলিতে পারে ?
প্রলয়-বিকট-মূর্ত্তি করিবেনা পরিগ্রহ,
ধরিবে না রুদ্র রূপ পৃথিবী সংহারে ?

পঙ্কিল, আসক্তি পূর্ণ, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট; স্বার্থপর
নর নারী জগতের, প্রভাসে আবার
হ'ল যেন সম্মিলিত ; ধর্ম্মহীন, প্রাণহীন,
প্রমত্ত, তাণ্ডব-নৃত্যে করিছে চীৎকার।

কে কার বিদারি বক্ষ প্রতপ্ত শোণিত স্রোতে
নৃশংস আত্মার তৃপ্তি করিবে সাধন
এই চিন্তা ; কে কেমনে বিগলিত অশ্রুধারা
দেখিবে পরের চক্ষে, এই আকিঞ্চন।

স্রষ্টার পরম কীর্ত্তি, সৃষ্টির কুসুম-কল্প
মানব, মানবে চাহে গ্রাসিতে কবলে
কি বিপুল, আয়োজন। নহে ধর্ম্ম যুদ্ধে, শুধু
বিকট পৈশাচী বৃত্তি তৃপ্তিতে কৌশলে।

আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাব জাগ্রত সমগ্র বিশ্বে
লোক-হিতৈষণা-ছলে, নিগ্রহ ভীষণ
বিচরে ব্রহ্মাণ্ডে গর্ব্বে, দেবতার নামে নর
অবচয়ি ফুল করে আত্মার অর্চ্চন।

'সাধুদের পরিত্রাণ' 'বিদলন দুষ্কৃতের'
ছিল যাহা পুরাকালে ধর্ম্ম সনাতন
আজি তাহা অবজ্ঞাত, দুষ্কৃতের পুরস্কার
সাধুর নিগ্রহ নিত্য করি বিলোকন।

বিকচ কুসুম প্রায় অন্তরে আদরে পুষি
বিষধর, হাস্যমুখে যে পারে বঞ্চিতে
যতনে কৌশলে, নরে, কৃতী সে ; ভাষার তত্ত্ব
ভাব সংগোপনে ব্যক্ত, নহে প্রকাশিতে।

এ বিপ্লবে, কহ দেব মহাভারতের কথা
সম্ভবে কি পুরাতন পন্থা অনুসরি,
জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি এই ত্রিদিবের ত্রিধারায়
বহিবে ভারতে পুনঃ অমৃত-লহরী ?

মনে হয় অসম্ভব ! যেথা আত্ম-প্রতিষ্ঠার
উন্মাদক উদ্দীপনা, সেখানে কি সাজে
আত্ম-বিস্মৃতির কথা ? নির্লিপ্ত, নিষ্কাম ধর্ম্ম
অনাসক্ত কৃষ্ণার্পণ অনুষ্ঠেয় কাজে ?

যেখানে প্রচণ্ড শিখা, প্রজ্বলিত আকাঙ্ক্ষার
তৃষ্ণা কণ্ঠে, নিকটস্থ স্নিগ্ধ সরোবর,
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-বাণী শুনিবে কি তৃষাতুর
অন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখি আগ্নেয় ভূধর ?

পঙ্কিল হৃদয় হ'তে ঘৃণিত কামনারাশি
না হইলে উন্মূলিত, নিস্তার কোথায় ?
পবিত্রিত নহে যদি মন্দির, দেবতা তাহে
করে কি হে অধিষ্ঠান, শত প্রার্থনায় ?

দুঃসাধ্য অন্তর শুদ্ধি ; অত্যুগ্র-প্রভাব কাম,
হৃদয় প্রচণ্ডবেগে করে আকর্ষণ
সকলি তো জান তুমি ; ইহার উপরে যদি
ধর্ম্মহীন কুশিক্ষায় যোগায় ইন্ধন,

শতমুখে চারিদিকে চার্ব্বাকের নিরীশ্বর
জড়-তত্ত্ব উচ্চৈঃস্বরে হয় বিঘোষিত,
ব্রহ্মাণ্ড জাগিয়া উঠে সে ভৈরব কোলাহলে,
আত্ম-গরিমায় দৃপ্ত, স্বার্থে বিচলিত,

বসুধা উলঙ্গ হ'য়ে দিব্য দিবালোকে থাকে
নির্ল্লজ্জা, বিবশাপ্রায়, লিপ্ত ব্যভিচারে,
আকাশ বিদীর্ণ হয় দুষ্কৃতের আস্ফালনে
ব্যথিতের কণ্ঠোদ্গত নিরাশ চীৎকারে,

বিশ্বময় সে বিপ্লবে পর্ণজকুটীরবাসী
উঞ্ছ-বৃত্তি-পরায়ণ ঋষি কতজন
থাকে মগ্ন তপস্যায়, অনায়াসে ধর্ম্মরাজ্য
দেখিব ভারত-বর্ষে স্থাপিত কখন ?

অথবা কঙ্কাল দেহ রুগ্ন, অনশন-ক্লিষ্ট,
প্রতিবেশী শত যদি দাঁড়ায়ে দুয়ারে
নৈশ অন্ধকারে যেন ছায়ারাশি শব্দহীন
বক্ষ বিপ্লাবিত করে উষ্ণ অশ্রুধারে,

পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ জলদ-বিচ্ছেদে যেন
চাতক, সহস্র নর, ত্রস্ত ব্যাকুলিত,
'দে জল' 'দে জল' বলি কাতরে বিলাপে দুঃখে
না পেয়ে বিশুদ্ধ পেয়, স্বচ্ছ শীতলিত,

বিন্যস্ত বচন-রাশি উচ্চারি সপ্তম স্বরে
অদৃষ্টের নিন্দাবাদ করিলে প্রচার
উদিবে সৌভাগ্য-সূর্য্য নিবিড় তমসাচ্ছন্ন
ভারত আকাশে দেব, হরষে আবার ?

কিম্বা সদা অবজ্ঞাত মর্ম্মান্তিক যাতনায়
নিদারুণ-ক্লিষ্ট, দীন সহস্র সন্তান,
অদূরে আলোকময় স্বপ্ন-রাজ্য নিরুপম
নেহারি, পুলকে পূর্ণ, অধীর, অজ্ঞান,

সহসা প্রক্ষিপ্ত-প্রায় ছুটিবে আদর্শ-পথে
কণ্টকে বিদীর্ণ যদি, রক্তাক্ত শরীর,
ঘোর নৈরাশ্যের বার্ত্তা প্রচারি গম্ভীর নাদে
করিবে বিক্ষুব্ধ সিন্ধু, পলকে সুস্থির ?

অন্যায়ের অভ্যুদয়ে হেরি ধরা কলুষিত
আত্ম-শুদ্ধি-রক্ষা-হেতু করিবে বিধান
বল্কল-ভূষিত-দেহে নিষ্ঠুর সন্ন্যাস-চর্চ্চা
ভোগাসক্তি-বিরহিত-বৈরাগ্য, নির্ব্বাণ ?

ভূস্বর্গ ভারত ভূমি ; জননীর সম তাঁরে
পূজি অহর্নিশ কত যতনে, আদরে ;
ত্রিকোণ পৃথিবী নহে যে বলে সে চির-অন্ধ ;
সসাগরা ধরিত্রী সে, চিত্রিত অন্তরে।

অরুণ-রঞ্জিত ধরা প্রভাতে জাগিলে আমি
আহ্নিকের ছলে করি তাঁহারি অর্চ্চনা,
জাহ্নবী, যমুনা, সিন্ধু গোদাবরী, সরস্বতী,
নর্ম্মদা, কাবেরী, করে বিজয় ঘোষণা ;

স্নান কালে দেখি স্বচ্ছ পল্বলে সংপ্লুতোদকে
কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস পুষ্কর
অসংখ্য পবিত্র তীর্থ বিম্বিত দর্পণে যেন
কুসুম-স্তবক-রাশি, বিচিত্র সুন্দর ;

নৈশ নীলাম্বরে, দূরে অনন্ত নক্ষত্র-পুঞ্জ
—নীলসিন্ধু-জলে যেন হৈম পুষ্পরাশি
বিকচ, সুরভিযুত, দেখিলে, বিস্ময়ে ভাবি
আমারি সপ্তর্ষি সেথা আছেন প্রকাশি।

লতা-সংবেষ্টিত কুঞ্জে বনজাত ফুলচয়
স্বচ্ছন্দে ফুটিয়া রহে, অশ্রুভরা-আঁখি
যতনে তুলিয়া হস্তে পবিত্রি চন্দনে শুদ্ধ
দেবতার পুণ্যময় শ্রীচরণে রাখি।

তার পর শেষ দিন হয় যদি উপস্থিত,
দেহ অবসন্ন, চক্ষু নিদ্রা-বিজড়িত,
কাতরে বিশুষ্ক কণ্ঠ চাহে জাহ্নবীর জল
গঙ্গামৃত্তিকায় অঙ্গ হয় বিলেপিত;

মরিলেও তারাকুলে জন্ম পরিগ্রহ করি
ইচ্ছা হয় এ দেশের সাধিতে কল্যাণ
যোগ রত; ইচ্ছা হয় দেখিতে দেখিতে আঁখি
ইহাঁরি সৌন্দর্য্য রাশি লভুক নির্ব্বাণ।

বিল্বপত্র, দূর্ব্বাদল সকলি পবিত্র যাঁর,
সে দেশ কি ধন্য নহে? ধন্য নহে ঋষি
সে বিশাল মহীরুহ রুদ্রাক্ষ যে ধরে শিরে
ধূর্জ্জটির অঙ্গে যাহা রহিয়াছে মিশি?

ঐহিক পরত্র হেথা চির-সম্মিলিত যেন,
স্বধর্ম্মে স্বদেশ-প্রীতি লয়েছে আশ্রয়,
আমার সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ হ'ল না দেব
কর্ম্মব্রত উদ্‌যাপনে ব্যাকুল হৃদয়।

পদ-রেণু পবিত্রিত সহস্র লইয়া যাঁর
এই দেহ-বিনির্ম্মিত, সুস্নিগ্ধ পবন
নিশ্বাস প্রশ্বাসে বহে, প্রসন্ন সলিল স্বচ্ছ
তৃষিত পরাণে করে অমৃত সিঞ্চন,

যাঁহার কীর্ত্তির ধ্বজা উচ্চ হিমাদ্রির অঙ্গে
বিলম্বিত, জয়নাদ বিঘোষে অম্বর,
করুণার উৎস সিন্ধু, কেমনে তাঁহার কার্য্যে
না করি উৎসর্গ দেহ, থাকি নিরুত্তর ?

আজ তুমি যোগেশ্বর দেহ শিক্ষা, কিসে করি
কূটস্থ সংযত-চিত্তে স্বধর্ম্ম-পালন,
অন্তর বিশুদ্ধ হয় যে কঠোর সাধনায়
দেখাও সে দিব্য-পথ পুণ্য-প্রস্রবণ।

প্রকৃতি-রঞ্জন যদি রাজধর্ম্ম, দেহ মন্ত্র
জগতে নৃপতিকুল ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত,
বিসর্জ্জি সম্ভোগ-লিপ্‌সা আত্ম-সুখ-অন্বেষণ
কর্ত্তব্য-পালনে হোক্ অচিরে সংবৃত।

দেবতার জ্ঞানে রাজা   যদি পূজ্য, দেহ ভক্তি
শিথিলিত যদি তাহা কারো অন্তঃস্তলে,
প্রীতির আস্পদ যদি   প্রতিবেশী, দেহ শিক্ষা
অপ্রীতির দাবানল যাহে নাহি জ্বলে।

তারপর বিধাতার   অলঙ্ঘ্য নিয়মে কোন
প্রলয় নিকটে যদি হয় উপস্থিত,
অনন্ত কালের গর্ভে   গভীর আবর্ত্ত ছুটে
অশেষ তরঙ্গ-রাশি গর্জ্জে আচম্বিত,

বলবীর্য্য সে সময়   হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে
দেহ শিক্ষা সেইরূপ, হে ঋষিপ্রবর,
বিকট বিধ্বংস হ'তে   ভারত করিবে যাহে
আপনার রক্ষা করি আত্মায় নির্ভর।

অভ্যাস অমোঘ অস্ত্র   এ ক্ষেত্রে, তোমারি শিক্ষা,
রিপুদল বিদলনে প্রধান সহায়,
অর্জ্জিতে সঙ্কটপূর্ণ   বসুধায় মনুষ্যত্ব
অভ্যাস চালায় নরে অদৃষ্ট পন্থায়।

অভ্যাস-সমষ্টি লয়ে   মানুষের মনুষ্যত্ব
অভ্যাসে সাহস শৌর্য্য, অভ্যাসে মরণ
অভ্যাস আচরে ধর্ম্ম,   অভ্যাস সমাধি যোগ
অভ্যাসে সহিষ্ণু নর অভ্যাসে কৃপণ।

আজি যিনি কাপুরুষ সঙ্কীর্ণ কলঙ্ক-লিপ্ত
পবিত্র অভ্যাস যোগে কালি দেখি তাঁর
শৌর্য্য বীর্য্য প্রতিষ্ঠিত, উন্মুক্ত উদার-চিত্ত,
অখণ্ড নির্ম্মল যশঃ দিগন্ত বিস্তার।

আজি যাঁরে পাপ-পঙ্কে দেখি ঘোর নিমজ্জিত
অচিরে তিমির গর্ভ তাঁহারি অন্তরে
বিকাশে পুণ্যের জ্যোতিঃ ; বিবশ যে উচ্ছৃঙ্খল
ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়, সংযত বিচরে ;

সুকোমল পুষ্পনিভ শয়নে, অনিদ্র যাঁর
রহে আঁখি, ভস্ম লিপ্ত দেহে সে কেমন
জটা-বিজড়িত অঙ্গ স্থাপিয়া উপল-খণ্ডে
অনায়াসে শান্তি সুখ লভে অনুক্ষণ !

যে শিক্ষায় ব্রহ্মচর্য্য জীবনের পুরোভাগে
ব্যবস্থিত থাকে, দেব কর বিভাসিত
তাহারি আলোকে চিত্ত, স্বধর্ম্ম সাধনে যেন
চলিতে কণ্টক পথে না হই ব্যথিত।

অভ্যাস প্রথম কল্প মহাভারতের স্বপ্নে
কর্ম্ম-যোগ তার পর প্রকৃষ্ট সাধন,
এ কঠোর সাধনায় মন্ত্র, সেই পুরাতন
মহর্ষি-কীর্ত্তিত শুদ্ধ স্বধর্ম্ম পালন।



কাশীদাস

মহাভারতের কথা, অমৃত-সম্পৃক্ত, শুদ্ধ
কি অপূর্ব্ব কম্বু-কণ্ঠে করিলে কীর্ত্তন,
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অগণিত নরনারী
আজো সে অমৃত-রসে রয়েছে মগন !

ইতিহাস, ন্যায়, ধর্ম্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব
রাজনীতি সূক্ষ্ম, শক্তি-সঞ্চয়-সন্ধান
সকলি দিতেছ শিক্ষা ; বিমল প্রতিষ্ঠা, পুণ্য
স্বাস্থ্য, সুখ—সকলেরি করেছ বিধান।

যুগাতীত সাধনায় যে সিদ্ধি সম্ভাব্য নহে
অচিরে আয়ত্ত তাহা করিলে কেমন
স্বজাতির, অই দেখ উচ্ছ্বসিত সিন্ধু সম
জাতীয় প্রভাব বঙ্গে তারি নিদর্শন।

যে জাতির নাহি ধর্ম্ম বর্ব্বর পশুর মত
স্থষ্টির প্রথম স্তরে আজো অবস্থিত,
যে জাতির নাহি ন্যায় পাপের প্রতপ্ত কুণ্ডে
এখনো ক্রমির মত হ'তেছে ঘূর্ণিত।

যে জাতির ইতিহাস, দর্শন আঁধারে ঢাকা
পরের পদাঙ্ক তার প্রধান সম্বল
সংসারের যাত্রা পথে, স্রোতের শৈবাল যেন
তরঙ্গে তরঙ্গে ডুবে অতলে কেবল।

কাল-পরম্পরা-গত কিম্বদন্তী, উপদেশ
যে শিক্ষার ব্যবস্থায় নাহি স্থান পায়,
সে জাতি—বিশ্লথ-মূল, আপাত-সুন্দর, ক্ষীণ
উপতৃণ সম শোভে বিটপি-শাখায়।

অনন্ত-আকাশ-ব্যাপ্ত ঘন-ঘোর-অন্ধকারে,
ক্ষণোন্মেষে বিজলীর সে দেখে স্বপন
—জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গ, চক্ষু উন্মিলি, জানেনা, কিন্তু
দেখিবে প্রগাঢ় সিন্ধু—তিমির ভীষণ।

বিজিত, লাঞ্ছিত, শত নিগড়ে আবদ্ধ হীন
বাঙ্গালীর চক্ষু যবে হ'ল ঝলসিত
বিজাতীয় প্রতিভায়, জাগিল তোমার প্রাণে
অতীত কাহিনী দূর, বিস্মৃতি-জড়িত।

এই সে ভারতবর্ষ— মজ্জায় মজ্জায় যার
বীর্য্যবত্তা, জ্ঞান, গর্ব্ব ছিল বিকসিত ?
এই সে ভারতবর্ষ— প্রান্তরে, কন্দরে যার
কুরুক্ষেত্র শত শত হ'ল অভিনীত ?

এই সে ভারতবর্ষ— অনর্গল দ্বারে যেথা
উপদ্রব অনুভূত না হ'ত কখন ?
এই সে ভারতবর্ষ— ভবানী স্বয়ং হস্তে
অন্নপূর্ণাবেশে যেথা করিত রন্ধন ?

খেচর, ভূচর, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ
নিবারি জঠর-জ্বালা, ভ্রমিত বিক্রমে—
এই সে ভারতবর্ষ ? —চিতা-ভস্মে পরিণত—
বিকট বিধ্বংস যেথা অনায়াসে ভ্রমে ?

অশ্রু-ভারাক্রান্ত-চক্ষে দেখিলে দেশের দশা ;
অমনি করুণ কণ্ঠে করিলে প্রচার
—সনাতন সত্য ধর্ম্মে হোক শুভ-প্রতিষ্ঠিত
মহাভারতের ভিত্তি ভারতে আবার।

বাজিল বিজয়-ভেরী, তূর্য্যনাদ ঘন ঘন
তোমার কল্পনা রাজ্যে হইল ধ্বনিত,
হর্ষে কণ্টকিত দেহ উঠিল নাচিয়া গর্ব্বে,
ধমনীতে রক্তস্রোত হ'ল প্রবাহিত।

দিল খুলি আবরণ অতীত আপনি যেন
দেখিলে অবাক্ হ'য়ে, সম্মুখে তোমার—
কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, যমুনা, জাহ্নবী, সিন্ধু
প্রোজ্জ্বল হস্তিনাপুর, ধ্বজা মথুরার !

দেখিলে মহর্ষি এক পক্ককেশ শুভ্র-ভুরু
জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিসম, প্রফুল্ল আনন
যতনে গাঁথিছে, দিব্য পারিজাত পুষ্পে যেন
জ্ঞানগর্ভ শ্লোকরাশি ! বিস্ময়ে তখন,

শুনিলে তাঁহারি কণ্ঠে কীর্ত্তিত তাঁহারি গান
স্বয়ম্ভূর কণ্ঠে যেন আগম অপার,
পরিপ্লুত হ'ল চিত্ত ভাবে, রসে অনুপম,
অনর্গল হ'ল যেন স্বর্গের দুয়ার।

কোথা ব্যাস, কোথা তুমি ; বীণা সংযোজিত তার
যদিও বিভিন্ন, তবু বাজে একতানে,
রসজ্ঞ যন্ত্রীর হস্তে ; ক্রীড়াশীল যিনি, তিনি
অলক্ষ্যে সাধেন কার্য্য অপূর্ব্ব সন্ধানে।

যখনি ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের অভ্যুত্থান
ভারতে লক্ষিত হয়, তখনি তাঁহার
বিচিত্র কৌশল, নীতি, অনন্ত মহিমা রাশি
চারিদিকে সন্তর্পণে করেন বিস্তার।

প্রেরণা তাঁহার, তুমি অজ্ঞাত চক্রীর হস্তে
ক্রীড়াচক্র, চলিতেছ যে পথে চালিত,
দ্রষ্টা তিনি দূরদর্শী, অন্ধপ্রায় চিরদিন
করিছ যখন যাহে আছ নিয়োজিত !

তাঁহারি প্রেরণামূলে, মহাভারতের কথা
শুনাইলে গৌড়জনে অমৃত সমান,
তাঁহারি নিদেশে, বঙ্গে, স্ত্রীপুরুষ অগণন
করিতেছে নিত্য তাহে সুধারস পান।

বঙ্গের সমাজে আজ তোমারি প্রভাবে দেব
সত্ত্বজ বিমল ভাব এত বিকসিত।
পর্ণজকুটীরে নানা —রোগ-শোক-সমাচ্ছন্ন
ধৈর্য্যশীল, শান্ত তুষ্ট, শিষ্ট, ধর্ম্মান্বিত,

অই যে কৃষকশ্রেণী, কঠোর দারিদ্র্য, দৈন্য,
অনশন, মৃত্যু সহে অকাতরে, তার
তুমিই প্রধান হেতু, ধন্য তুমি, ধর্ম্মরাজ্য
স্থাপিলে সাধনা বলে অনন্ত বিস্তার।

যে দুষ্কর সাধনায় —হইলে দীক্ষিত, তাহা
পূর্ণ আজি, ইতিহাস দিতেছে প্রমাণ ;
এ জাতির তুমি নেতা, রচিত তোমারি হস্তে
মর্ম্ম-গ্রন্থি ইহাদের, বিজয় নিশান।

ঘরে ঘরে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণার্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ
ঘরে ঘরে দময়ন্তী সাবিত্রী পূজিত,
তীর্থে, তীর্থে কুরুক্ষেত্র, গয়া গঙ্গা সরস্বতী
অবিচ্ছেদে অহর্নিশ হ'তেছে পূজিত।

দুরূহ দুর্জ্ঞেয় কত দার্শনিক তথ্য নিত্য
নিরক্ষর লোক মুখে হয় উচ্চারিত,
ঐহিক পরত্র যেন ইহাদের নেত্র-পথে
রয়েছে উজ্জ্বল বর্ণে সজ্জিত, চিত্রিত।

সমাজের প্রতি স্তরে ভাবের প্রবাহ রাশি
—রক্ত-স্রোত দেহে যেন, খেলিছে তোমার।
ধন্য গুরু, ধন্য শিষ্য, যথা ব্যাস, তথা কাশী,
অঙ্কুর তেমন যথা বীজ নির্ব্বিকার।

মনে পড়ে সেই ঘোর নিবিড় তমসাচ্ছন্ন
দুঃখ নিশি ভারতের—বঙ্গের দুর্দ্দিন,
পর-পদ-বিদলিত বাঙ্গালীর চিরন্তন
স্বাতন্ত্র্য-বিলুপ্তি-হেতু, ঘটিল যে দিন—

সমাজে বিভ্রাট ঘোর ; অশনে, ভূষণে, ধর্ম্মে
আচারে, বিহারে সবে দেখিল নূতন
ব্যতিক্রম বিজাতির, অনুকরণের স্পৃহা
জাগিল হৃদয়ে, মোহে দেখিল স্বপন।

বিকৃত হইল রুচি ; হইল বন্ধন শ্লথ
সমাজের, স্বৈরাচার দিল আসি দেখা,
অবিশ্বাস, অনাচার অনুষ্ঠিত হ'ল কত ;
—সহসা আকাশে দীপ্ত হ'ল চন্দ্ররেখা।

—সে তোমার সুপবিত্র 'ভারত,' কীর্ত্তিত যথা
পুণ্য-শ্লোক-জন-গণ-জীবন-কাহিনী
নির্ম্মল ভাষায় হ'ল বিম্বিত—দর্পণে যেন
চিত্র-লেখা সুনির্ম্মল চিত্ত-বিতোষিণী।

সহসা তিমির রাশি হ'ল দূরে বিদূরিত,
মোহান্ধ নয়ন মেলি দেখিল সকলে
কি যেন মদিরাপানে বিভোর আপন হারা
ভ্রান্তিজালে বিজড়িত ডুবিছে অতলে।

সঙ্গীতে তোমার,চিত্তে জাগিল নূতন আশা,
বিস্মৃত বিলুপ্ত ভাব উঠিল জাগিয়া ;
অধোগত বাঙ্গালীর ফিরিল চিন্তার স্রোত
পুরাণ বেদের কথা দেখিল ভাবিয়া।

অতীত সহস্র বর্ষ, বাঙ্গালী পরের দাস
পর-হস্ত-বিচালিত পুত্তল সুন্দর,
তবু যে স্বাতন্ত্র্য কিছু রয়েছে এখনো শুধু
তোমারি কৃপায়,ধন্য তুমি কবীশ্বর !

অশ্রু-সিক্ত-নেত্রে আজ দিয়াছি কুসুমাঞ্জলি,
ভগ্ন-প্রাণ ভগ্ন-কণ্ঠে করিল কীর্ত্তন,
ক্ষমা কর, অনিপুণ অঙ্কণে রয়েছে কত
দোষ রাশি, বর্ণ-লেখা ফলেনি তেমন।

চলিতে চলিতে পথে কণ্টক-বিচ্ছিন্ন দেহ
বহিছে রুধির ধারা এখনো প্রবল,
হৃদয় বিদীর্ণ, ক্ষত, পাই শান্তি তোমাদের
চরণে বিসর্জ্জি অশ্রু পবিত্র নির্ম্মল।

গাহিতে গাহিতে যেন এ সঙ্গীত সুমধুর
বাষ্প-বিকলিত চক্ষু হয় নিমীলিত,
শেষ দিন—নহে দূর সকলে মিলিয়া দিও
পদরেণু, ক্লান্তি দৈন্য হবে বিদূরিত।

এখানে পেয়েছি কষ্ট, সেখানে পাইব কি হে
অমৃত ? অশুভ হেথা, সেখানে কল্যাণ ?
এখানে পীড়ন, সেথা দেবতার পরিশুদ্ধ
প্রসাদ ? এখানে জ্বালা সেখানে নির্ব্বাণ ?

সম্পূর্ণ